পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 333 Saturday, 7 November, 2026 * ৩১ বর্ষ, ৩৩৩ সংখ্যা * ২০ কার্ত্তিক ১৪৩৩, শনিবার, ৭ নভেম্বর ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

৪ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট তল্লাশি শেষে ইন্দ্রনীল সেনকে নিয়ে বেবোয় পুলিশ

অভিযান চলে তাঁর কসবার বাড়ির ৩টি ফ্লোরেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ দুর্গাপুজোর পাস দুর্নীতি মামলায় তদন্তের গতি আরও বাড়াল কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে নিয়ে তাঁর কসবার বাড়িতে পৌঁছন তদন্তকারীরা। সঙ্গে ছিল পুলিশের দু'টি গাড়ি এবং তল্লাশিতে সাহায্যের জন্য প্রশিক্ষিত কুকুর। প্রায় ৪ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ধরে চলে অভিযান।



রাত ৯টা ৯ মিনিট নাগাদ ইন্দ্রনীলকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান আধিকারিকরা। চারতলা বাড়ি 'মোহনা'র তিনটি তলাতেই তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই অভিযানে কী কী তথ্য বা নথি মিলেছে, তা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। কসবার বাড়িতে ঢোকার পর একে একে বিভিন্ন ঘরে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। শুরু করেন একদম উপরের বাঁদিকে ঘর থেকে। পরে একে একে সব ফ্লোরেই অভিযান চলে। এই সময়ে কয়েকটি ঘরে আলো জ্বলতে দেখা যায়। তবে ঠিক কীসের সন্ধানে এই তল্লাশি, কিংবা কোনও নথি বা বৈদ্যুতিন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশ কিছু জানায়নি। দুর্গাপুজোর ভিআইপি পাস এবং প্রিভিউ শোয়ের টিকিট বিক্রিতে অনিয়মের অভিযোগে পুজো মিটতেই গ্রেফতার হন ইন্দ্রনীল। এর আগে একাধিক বার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এই মামলায় সম্প্রতি গ্রেফতার হয়েছেন 'মাস আর্টে'র সচিব ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভ। অভিযোগ, পাস বিক্রির পরিকল্পনা থেকে দুর্নীতির টাকা আড়াল করা, গোটা প্রক্রিয়াতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। তদন্তকারীদের দাবি, ২০২১ সালে কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার পর মাস আর্ট সোসাইটি তৈরি করা হয়। ওই সংস্থাকে সামনে রেখে ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কোর নাম ও লোগো বেআইনিভাবে ব্যবহার করে চড়া দামে পাস এবং টিকিট বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। মামলায় ইন্দ্রনীলের স্ত্রী মধুচ্ছন্দার নাম জড়ায়। তিনি হাইকোর্ট থেকে রক্ষাকবচ পেয়েছেন। তাঁর মেয়ে আভেরিকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিল লালবাজার। তদন্তকারীদের সন্দেহ, দুর্নীতির টাকা মেয়ের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে সরানো হয়ে থাকতে পারে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রমাণ হয়নি। তদন্তকারীদের দাবি, গোটা ঘটনায় প্রায় ১১৫ কোটি টাকার আর্থিক তছরুপ হয়েছে। শুধু পুজোর পাস বিক্রি থেকেই ৩০ থেকে ৬০ কোটি টাকা তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ইন্দ্রনীলের কসবার বাড়িতে দীর্ঘ তল্লাশি সেই তদন্তেরই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২৭ সালের সিবিএসই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করল পর্ষদ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বরঃ পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি আরও সহজ করতে এবং আগাম পরিকল্পনা করার সুযোগ দিতে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই ২০২৭ সালের মাধ্যমিক (দশম) ও উচ্চমাধ্যমিক (দ্বাদশ) বোর্ড পরীক্ষার দিনক্ষণ প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা সিবিএসই। পর্ষদের পরীক্ষা নিয়ামক সংযম ভরদ্বাজ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছেন, আগামী ২০২৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) থেকে এই পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। পরীক্ষার নির্ঘণ্ট প্রকাশের পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে একগুচ্ছ বিশেষ পদক্ষেপের কথাও জানিয়েছে পর্ষদ। পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলগুলির তরফে সময়মতো পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকা বা এলওসি জমা দেওয়া সম্ভব হওয়ায় এ বার পরীক্ষা শুরুর ১০১ দিন আগেই রুটিন প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৭ সালের এই বোর্ড পরীক্ষায় দশম শ্রেণিতে ৮৩টি বিষয় এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে ১২১টি বিষয়ের ওপর পরীক্ষা হবে। মোট ২৬.৫ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী দশম এবং প্রায় ১৯.৮ লক্ষ পরীক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। সমস্ত পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল সাড়ে ১০টায় (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) শুরু হবে। সাধারণ বিষয়গুলির পরীক্ষার মাঝে যাতে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতির ব্যবধান থাকে, সে দিকটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বড় প্রবেশিকা পরীক্ষার সূচি মাথায় রেখে পরীক্ষা সময়মতো শেষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে তারা বোর্ড পরীক্ষার পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিও দক্ষতার সঙ্গে নিতে পারে। ৪০ হাজারেরও বেশি বিষয়ের সম্ভাব্য সংমিশ্রণ নিখুঁতভাবে যাচাই করা হয়েছে, যাতে কোনও শিক্ষার্থীর দু'টি বিষয়ের পরীক্ষা একই দিনে পড়ে না যায়। উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় শিক্ষকদের নিজ বিদ্যালয় থেকে দীর্ঘ সময় দূরে থাকতে না হয়, সে বিষয়টিও রুটিন তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। পর্ষদের মতে, এত আগে রুটিন প্রকাশিত হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা যেমন পরীক্ষা সংক্রান্ত মানসিক চাপ কাটিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবে, তেমনই শিক্ষক, অভিভাবক ও স্কুলগুলিও ছুটির দিন বা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কাজ সময়মতো পরিকল্পনা করতে পারবে।

৩০ নভেম্বরের পর কলকাতায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর

'আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিয়ে লাভ নেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ আপাতত পুরসভা ভাট না-হলেও কলকাতার নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে ৩০ নভেম্বরের পর শহরের সব ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর বা সমন্বয়ক নিয়োগ করা হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের পাড়ার কালীপুজো উদ্বোধন করতে গিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় এই ঘোষণা করেন তিনি। শহরের নাগরিক পরিষেবা ও ভোট সংক্রান্ত আইনি লড়াই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কলকাতা নগরের পরিষেবার ক্ষেত্রে আমরা চাই দ্রুত নির্বাচিত বোর্ডের হাতে এই নগরের পরিষেবা তুলে দিতে। কিন্তু কেউ কেউ অবকাশকালীন বেঞ্চে গিয়ে ভোট আটকানোর জন্য গেছেন। ঠিক আছে, আমি প্রশাসনের প্রধান, উচ্চতর আদালতে লড়ে নেব।'' বিরোধীদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ''আপনারা নির্বাচনে জিততে পারবেন না, তাই ভোট আটকাতে চান? সরকার আপনার জন্য অপেক্ষা করবে না। ৩০ নভেম্বরের পরে কলকাতার পৌর আইনের নিয়ম মেনে ২০৯টি ওয়ার্ডেই আমি কো-অর্ডিনেটর অ্যাপয়েন্ট (নিয়োগ) করে দেব, যাঁদের নিয়ে প্রশাসক কাজ করবেন। আইনে পরিষ্কার আছে।'' জল সরবরাহ, জঞ্জাল সাফাই, রাস্তাঘাট পরিষ্কার বা ট্রাফিক ব্যবস্থার মতো জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হলে সরকার বসে থাকবে না বলেও হুঙ্কার দেন তিনি। কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি তুলে মামলা হয়েছিল হাইকোর্টে। পুজোর ছুটির মধ্যে মামলা দায়ের হওয়ায় সেটি অবকাশকালীন বেঞ্চে অন্তর্ভুক্ত হয়। শুক্রবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চ ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। ফলে পুরসভা ভোট কবে হবে, তা নিয়ে



নতুন করে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এবার কলকাতা পুরসভার আসন সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯টি করার প্রক্রিয়া শুরু করে প্রশাসন। গোড়াতেই প্রক্রিয়াগত ত্রুটি নিয়ে সরব হয়েছিল বাম, কংগ্রেস, কালীঘাট তৃণমূল-সহ দলগুলি। পরে এ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন কসবার সিপিএম নেত্রী তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপু দাস। ধনতেরাস, ভূত চতুর্দশী এবং দীপাবলির প্রাক্কালে সমস্ত রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের সনাতন সংস্কৃতি মেনে পরপর কয়েকটা দিন বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠান হবে, যা হাজার হাজার বছরের পরম্পরা। আজকে ধনতেরাস কেবল মাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, ভারতীয় অর্থনীতিতেও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।'' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ''আলো জ্বালাতে হবে, বাজি ফাটাতে হবে। তবে ইডেন গার্ডেনে সরকার যে বাজি ফাটিয়েছিল, সেই গ্রিন ক্র্যাকার বা পরিবেশবান্ধব বাজি ফাটাবেন। সুপ্রিম কোর্টও সময় বেঁধে দিয়েছে। আপত্তি নেই, তবে বাজি ফাটানোর সময় খেয়াল রাখবেন যাতে আপনার আনন্দ অপরের নিরানন্দের কারণ না হয়।'' সম্প্রতি দুর্গাপুজোর সময় চোরবাগানের বেদনাদায়ক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সমস্ত পুজো আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ প্রশাসন এবং সাধারণ দর্শনার্থীদের সতর্ক থাকার অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''আমরা এত বড়, এত সুন্দর দুর্গাপুজো এ বার করেছি, তার মধ্যেও এক মিনিটের ভুলের জন্য চোরবাগানের মতো বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে। তাই পুজো আয়োজক, ভিড় নিয়ন্ত্রণে থাকা স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ এবং অন্যান্য প্রশাসনের লোকজন, সর্বোপরি ভক্ত বা সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও সমন্বয়ে আমরা চাই কলকাতার ৩,৪০০ কালীপুজো সুন্দরভাবে সম্পন্ন হোক।'' শেষে বিরোধীদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন, ''আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিয়ে লাভ নেই। আমি অনেক পরীক্ষা পাস করেছি। যত পরীক্ষায় বসতে পারবেন বলবেন, আমি রাজি আছি। মায়ের আশীর্বাদ ও শক্তির ফলেই সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত হবে।''



THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR RELEASE PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA

VEDANT POLY FABS LTD.
ISO 9001: 2015, ISO 22000 : 2018 & HACCP Certified Company

(Please scan this QR Code to view the Prospectus)

VEDANT POLY FABS LIMITED

Our Company was originally incorporated on December 10, 2018 at Kolkata, West Bengal as a Private Limited Company in the name and style of "Vedant Poly Fabs Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation bearing CIN: U25209WB2018PTC229187 issued by the Registrar of Companies, Kolkata. Further, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to Special Resolution passed by the shareholders of our Company at the Extra- Ordinary General Meeting held on August 07, 2025, and consequently the name of our Company was changed from "Vedant Poly Fabs Private Limited" to "Vedant Poly Fabs Limited" and a fresh certificate of incorporation dated August 21, 2025 pursuant to conversion from Private Limited Company to Public Limited Company was issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing CIN: U25209WB2018PLC229187. For detailed information, see "History and Certain Corporate Matters" on page 237 of the Prospectus.

Corporate & Registered Office: 6/1/Q Digberia Road, Barasat, P.O. Badu, PS Barasat North 24 Parganas, Badu, Barasat- I, West Bengal, India 700128
Contact Person: Sourindra Nath Mukherjee, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** +91 82408-77760 **E-mail:** cs@vedantpolyfabs.com **Website:** www.vedantpolyfab.com

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON EMERGE PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."

OUR PROMOTERS: MR. PANKAJ KUMAR MAHESHWARI, MRS. SUJATA MAHESHWARI AND M/s SETHSAWARIA POLY FAB LLP

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

We are engaged in the manufacturing of flexible packaging materials and operate as a business-to-business (B2B) supplier to customers across India. Our product portfolio includes multilayer Low-Density (LD) films such as 3-layer and 5-layer films, shrink films, barrier films, printed laminates, and milk and oil pouches.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UPTO 60,30,000* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF VEDANT POLY FABS LIMITED ("OUR COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 94 PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ 84 PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 5,668.20 LAKHS COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 54,26,400 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 5,100.82 LAKHS BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND OFFER FOR SALE OF UP TO 6,03,600 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 567.38 LAKHS BY OUR PROMOTER'S GROUP SELLING SHAREHOLDER, (THE "OFFERED SHARES") (THE "OFFER FOR SALE" AND TOGETHER WITH THE FRESH OFFER, THE "OFFER") OF WHICH UPTO 3,04,800 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 286.51 LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., NET OFFER OF UPTO 57,25,200 EQUITY SHARES AT AN OFFER PRICE OF ₹ 94 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 5,381.69 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 29.92 % AND 28.41%, RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OFFER PERIOD

BID/OFFER OPENED ON: MONDAY, NOVEMBER 02, 2026

BID/OFFER CLOSED ON: WEDNESDAY, NOVEMBER 04, 2026

FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS RS 10.00 EACH AND ISSUE PRICE IS RS 94 EACH
THE ISSUE PRICE IS 9.4 TIMES OF THE FACE VALUE OF EQUITY SHARE

For detailed Risk Factor refer to page 30 of the Prospectus.
Risk to Investors: Summary description of key risks based on materiality:

a) Receiving orders verbally can raise the risk resulting in order discrepancies, customer dissatisfaction, and difficulties in scaling operations efficiently
b) We are dependent on our suppliers for uninterrupted supply of Raw-Materials. Any shortfall in the supply of our raw materials, or an increase in our raw material costs and other input costs, may adversely affect the pricing and supply of our products with subsequently having an adverse effect on the business, results of operations and financial conditions of our company.
c) Our business is substantially dependent on key customers, from whom we derive a significant portion of our revenues. The loss of any significant customers may have a material and adverse effect on our business and results of operations.
d) Legal and financial proceedings involving entities related to our Promoters may adversely affect our reputation, business and financial condition.
e) Our Company operations require significant amount of working capital for a continuing growth. Our inability to meet our working capital requirements may adversely affect our results of operations.
f) Significant portion of our revenue has been generated from Eastern part of India, any loss of business from these states may adversely affect our revenues and profitability
g) Limited experience of our management/promoters with listed Companies may impact our ability to comply with regulatory and governance requirements
h) Our cost of production is exposed to fluctuations in the prices of our major raw material, especially LDPE Plastic Granules, Metallocene Plastic Granules and Polyester Film
i) Our Company had commenced operations at its manufacturing unit prior to obtaining the requisite statutory registration, which may expose it to regulatory actions and penalties
j) Trade Receivables and Inventories forms a significant part of our current assets. Failure to manage our trade receivables could have an adverse effect on our sales, profitability, cash flow and liquidity.

The Merchant Banker associated with the Issue has handled 11 public issues in the past out of which 7 of the SME Issue closed below the Issue Price on listing date.

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Affinity Global Capital Market	0	11	7

k) The average cost of acquisition per Equity Share held by our Promoters is as follows:

Name of Promoter	No. of Shares Held	Average Cost of Acquisition (in Rs.) *
Pankaj Kumar Maheshwari	5,89,009	17.67
Sujata Maheshwari	5,89,009	12.35
Sethsawaria Poly Fab LLP	1,32,53,340	20.21

And the Offer price at the Upper end of the Price band is Rs. 94 per Equity Share.
l) The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for June 30, 2026 for the company at the upper end of the Price Band is 9.75 times.
m) Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2026, 2025 and 2024 is 25.58%
n) Weighted average cost of acquisition compared to floor price and cap price

Type of transaction	Weighted average cost of acquisition (₹ per equity shares)	Floor Price (in times)	Cap Price (in times)
Weighted average cost of primary / new issue acquisition	20.18	4.36	4.66
Weighted average cost of secondary acquisition	NA	NA	NA

**Calculated for last 18 months*
*** There were no secondary transactions in last 18 months from the date of this prospectus.*

SUBSCRIPTION DETAILS

1) **Allocation on Individual Investor (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 94 per equity share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 2.19 times i.e., for 7437600 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 4344000 Equity Shares to 1810 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	2400	3099	100	7437600	100	4344000	1401.74	2400	469	803	1810	100	4344000	100	0
Grand Total		**3099**	**100**	**7437600**	**100**	**4344000**					**1810**	**100**	**4344000**	**100**	**0**

2) **Allocation on Non-Institutional Investor (After Technical Rejections) Below 10 Lakhs:** The Basis of Allotment to Other than Individual Investors, who have bid at Issue price of 94 per equity share or above, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.08 times i.e., for 813600 Shares. Total number of shares allotted in this category is 813600 Equity Shares to 192 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sl. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	3600	116	60.41	417600	51.33	904184.08	7794.69	3600	1	1	116	60.41	417600	51.32	-486584
2	4800	62	32.3	297600	36.57	644361.06	10392.92	4800	1	1	62	32.3	297600	36.58	-346761
3	6000	8	4.17	48000	5.9	103929.2	12991.15	6000	1	1	8	4.17	48000	5.9	-55929
4	7200	2	1.04	14400	1.77	31178.76	15589.38	7200	1	1	2	1.04	14400	1.77	-16779
5	8400	2	1.04	16800	2.07	36375.22	18187.61	8400	1	1	2	1.04	16800	2.07	-19575
6	9600	2	1.04	19200	2.36	41571.68	20785.84	9600	1	1	2	1.04	19200	2.36	-22372
Grand Total		**192**	**100**	**813600**	**100**	**1761600**					**192**	**100**	**813600**	**100**	**-948000**

3) **Allocation on Non-Institutional Investor (After Technical Rejections) Above 10 Lakhs:** The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, who have bid at Issue price of 94 per equity share or above, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 0.33 times i.e., for 499200 Shares. Total number of shares allotted in this category is 499200 Equity Shares to 46 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr.No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants(after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	10800	44	95.65	475200	95.2	1434738.46	32607.69	10800	1	1	44	95.65	475200	95.2	-959538
2	12000	2	4.35	24000	4.8	72461.54	36230.77	12000	1	1	2	4.35	24000	4.8	-48462
Grand Total		**46**	**100**	**499200**	**100**	**1507200**					**46**	**100**	**499200**	**100**	**-1008000**

4) **Allocation to QIBs (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to QIBs, who have bid at Issue price of 94 per equity share or above, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1 times i.e., for 68400 Shares. Total number of shares allotted in this category is 68400 Equity Shares to 1 successful applicant. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr.No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants(after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	68400	1	100	68400	100	68400	68400	68400	1	1	1	100	68400	100	0
Grand Total		**1**	**100**	**68400**	**100**	**68400**					**1**	**100**	**68400**	**100**	**0**

***PROPOSED LISTING:* MONDAY, NOVEMBER 09, 2026**

The Issue was being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations. as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the"QIB Portion"). Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue was made available for allocation to Individual Bidders in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts was blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts, Anchor Investors were not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. We do not have an anchor investor for the issue. For details, see 'Offer Procedure" beginning on page 396 of the Prospectus.
The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE. For the purpose of this Offer, the designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited EMERGE platform.

SUBSCRIPTION DETAILS

The issue received 3547 applications for 11283600 equity shares (including marker maker reservation portion) as per the Application data after considering invalid bids. Other than RC 10 Transaction declined by Investors, RC 10 Mandate not accepted by Investors and Withdrawal /Cancelled Bids reported by SCSB and technical rejections resulting in 1.51 times subscription (including reserved portion of market maker). The Details of the Applications received from various categories (before technical rejection) are as under:

Sr No.	Category	Valid Shares Received in each category	No. of Equity Shares available for allocation (as per Prospectus)	Spilled Over	Equity Shares Allotted	Total Allotment Amount (Rs.)
1	Qualified Institutional Buyers – Mutual Fund	0	3600	(3600)	0	0
2	Qualified Institutional Buyers – Mutual Fund (excluding Anchor Investors)	68400	64800	3600	68400	6429600.00
3	Non Institutional Investors - above Rs. 2 Lakhs and Upto Rs. 10 Lakhs	813600	753600	60000	813600	76478400.00
4	Non Institutional Investors -Above Rs. 10 Lakhs	499200	1507200	(1008000)	499200	46924800.00
5	Individual Investors	7437600	3396000	948000	4344000	408336000.00
6	Market Maker	304800	304800	0	304800	28651200.00
	TOTAL	**9123600**	**6030000**		**6030000**	**566820000.00**

A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sl No	Bid Price	Bids Quantity	% of Total	Cumulative Total	% of Cumulative	No of Bids
1	88	2170800	8.53%	2170800	8.53%	241
2	89	30000	0.12%	2200800	8.65%	12
3	90	134400	0.53%	2335200	9.18%	50
4	91	31200	0.12%	2366400	9.30%	13
5	92	32400	0.13%	2398800	9.43%	11
6	93	76800	0.30%	2475600	9.73%	25
7	94	22968000	90.27%	25443600	100.00%	8854
	TOTAL	**25443600**	**100%**			**9206**

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange- NSE on November 05, 2026.

Sl No	Bid Price	Bids Quantity	% of Total	Cumulative Total	% of Cumulative	No of Bids
1	88	2170800	8.53%	2170800	8.53%	241
2	89	30000	0.12%	2200800	8.65%	12
3	90	134400	0.53%	2335200	9.18%	50
4	91	31200	0.12%	2366400	9.30%	13
5	92	32400	0.13%	2398800	9.43%	11
6	93	76800	0.30%	2475600	9.73%	25
7	94	22968000	90.27%	25443600	100.00%	8854
	TOTAL	**25443600**	**100%**			**9206**

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange- NSE on November 05, 2026.

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	VCF	TOTAL
QIB	0	0	0	0	0	68400	0	68400

5) **Allocation to Market Maker (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to Market Maker, who have bid at Issue price of 94 per equity share or above, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1 time i.e., for304800 Shares. Total number of shares allotted in this category is 304800 Equity Shares to 1 successful applicant. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr.No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants(after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	304800	1	100	304800	100	304800	304800	304800	1	1	1	100	304800	100	0
Grand Total		**1**	**100**	**304800**	**100**	**304800**					**1**	**100**	**304800**	**100**	**0**

The Board of Directors of the company at its meeting held on November 05, 2026, has approved the Basis of Allocation of Equity Shares as approved by the Designated Stock Exchange (NSE) and has authorised the corporate action for issue of Equity shares to various successful applicants. The CAN- cum-allotment advices and/or notices will forward to the Email Id's and address of the applicants as registered by the depositories/ as filed in the application form on or before Friday, November 06, ,2026. Further the instructions to SCSB's for unblocking the amount will process on or prior to Friday, November 06, 2026. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to the successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details within the depositories concerned. The company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the NSE Emerge within Four working days from the date of the closure of the issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated November 05, 2026 ("Prospectus") filled with the Registrar of Companies, Kolkata.

CORRIGENDUM

1. On page 126, the table on the details of the holding of securities (including shares, warrants, convertible securities) of persons belonging to the category "Promoter, Promoter Group and Public" has been updated with the post issue shareholding as at allotment of Sethsawaria Poly Fab LLP and accordingly the total has also been updated.
2. In respect of the pre issue advertisement published on October 28, 2026, in the table for Pre-issue Shareholding of Promoter/Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the company, the Post Issue Shareholding for Allotment of Sethsawaria Poly Fab LLP, the percentage of holding at both the ends of the price band should be read as "62.77" instead of "62.69"

INVESTOR'S, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of Registrar to the Offer, Cameo Corporate Services Limited at www.cameoindia.com.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicants, Serial number of the Application Form, number of Equity Shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Affinity Global Capital Market Private Limited 20B, Abdul Hamid Street, East India House, 1st Floor, Room No. 1F, Kolkata – 700069, West Bengal, India Telephone: +91 33 4004 7188 E - mail: compliance@affinityglobalcap.in Investor Grievance ID: investor@affinityglobalcap.in Website: www.affinityglobalcap.in Contact Person: Ms. Shruti Bhalotia/ Mr Anandarup Ghoshal SEBI Registration Number: INM000012838	Cameo Corporate Services Limited Subramanian Building" 1 Club House Road, Chennai- 600 002 Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: priya@cameoindia.com Investor Grievance e-mail: investor@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com Contact Person: Mrs. K. Sreepriya SEBI Registration No.: INR000003753	Mr. Sourindra Nath Mukherjee Company Secretary & Compliance Officer 6/1/Q Digberia Road, Barasat, P.O. Badu, PS Barasat North 24 Parganas, Badu, Barasat- I, West Bengal, India 700128 Tel: +91 82408-77760 Email: cs@vedantpolyfabs.com **Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.**

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.vedantpolyfabs.com, the website of the BRLM to the Issue at: https://www.affinityglobalcap.in/ , the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: 6/1/Q Digberia Road, Barasat, P.O. Badu, PS Barasat North 24 Parganas, Badu, Barasat- I, West Bengal, India 700128 and the Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE EMERGE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): All investors in this issue have to compulsorily apply through ASBA. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund.

For more details on the offer proceeds and how to apply please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the chapter "Offer Procedure" beginning on page 396 of the Prospectus.

BANKER TO THE OFFER: Kotak Mahindra Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

***For* Vedant Poly Fabs Limited**

Sd/-
Pankaj Kumar Maheshwari
Managing Director
DIN: 08545761

Date: November 06, 2026
Place: Kolkata, West Bengal

থানায় বসে ঋতব্রতর হলফনামা সই করেছে পুলিশ, বিস্ফোরক অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর অভিযোগ, থানায় বসে ঋতব্রতর হলফনামা সই করেছে পুলিশ। ভুয়ো হলফনামা জমা দিয়েছেন ঋতব্রত। তাঁর এই দাবির স্বপক্ষে প্রমাণও রয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিষেক। সাংসদের দাবি, সব ভিডিয়ো রয়েছে তাঁর কাছে। সব ফুটেজ তিনি সুপ্রিম কোর্টে ও কমিশনে তিনি জমা দেবেন বলে জানিয়েছেন। অভিষেকের হুঁশিয়ারি, বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাহস থাকলে তাঁর



বিরুদ্ধে মামলা করা হোক। বৃহস্পতিবার রাতে কালীঘাটের বাড়ির সামনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। সাংসদের অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবারে যে তৃণমূলের পার্টি অফিসে টাকা উদ্ধার হয়েছে, তা পুলিশের সাজানো চিত্রনাট্য। তাঁর অভিযোগ, আইসি-র গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে ওই টাকা রেখে দেওয়া হয়েছিল। এর ভিডিয়ো তাঁর কাছে রয়েছে বলে দাবি করেন অভিষেক। এরপরই ঋতব্রতর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন অভিষেক। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, ''ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শুনে রাখুন, শুধু ডায়মন্ড হারবারের ভিডিয়ো নয়, পুলিশ থানায় বসে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলফনামা ফিল-আপ করেছে। সেই ভিডিয়ো আমার কাছে রয়েছে। এই ভিডিয়ো সুপ্রিম কোর্টে যাবে। কমিশনের কাছে যাবে। থানায় বসে কারও নামের হলফনামা পুলিশ সই করছে। এটা ভাবার বিষয়। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এটা নিয়ে বিবৃতি দিক। আমার নামে মামলা করুন। আমি হাইকোর্ট যাব। ভিডিয়ো জমা দেব। সব ভুয়ো হলফনামা জমা দেওয়ার পর কী করবেন ঋতব্রত? ফৌজদারি মামলা হওয়া উচিত। যতদিন বাঁচবেন ততদিন জেল হবে। কেউ বাঁচাবে তো?'' এই বিষয়ে গণতান্ত্রিক তৃণমূল নেতা ঋজু দত্ত বলেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেই খালি মারিতাং জগত। ওঁর এখন মেঠো রাজনীতির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। বাড়ির থেকে বেরোতে পারছেন না। তাঁর রাজনীতিটা এখন কোর্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমি অভিষেককে বলব আপনার মাথার উপর পিসির হাত না থাকলে সাংসদও হতে পারতেন না। ভিডিয়ো যদি আপনার কাছে তাহলে সংবাদমাধ্যমে দিয়ে দিন। বাংলা মানুষ দেখুন।'' মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, ''উনি তথ্য গিয়ে কোর্টে দিন। সবাই জানে কার টাকা কোথায় কত থাকে। এবার ওঁর নিজের লোকই বলে দিয়েছেন। আরও অনেকে বলবেন, আরও অনেক তথ্য বেরোবে।''

রিলস বানানোর নামে কিশোরের গায়ে আগুন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ সাশ্যাল মিডিয়ায় রিলস বানানোর চক্করে হেলমেট পরিয়ে মারধর। জোর করে পেট্রল খাওয়ানোর চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল কলকাতার গড়ফা থানার হালতুতে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অর্ঘ্য সাহা-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দুই নাবালককেও পাকড়াও করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৭ অক্টোবর গড়ফার লেনিন নগর এলাকার একটি পুকুরপাড়ের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় ওই কিশোরের সঙ্গে পাড়ার যুবকদের প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে চটুল মজা চলত। ঘটনার দিন ওই কিশোর পুকুরপাড়েই দাঁড়িয়েছিল। অভিযোগ, সেই সময় অর্ঘ্য, কয়েকজন যুবক ও নাবালক সেখানে আসে। শুরু হয় ভয়ানক 'খেলা'। কিশোরের মাথায় হেলমেট পরিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হয় এবং চাঁটি মারা হতে থাকে। কে মারল তা বলতে না পারায় মারধরের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। অতিষ্ঠ হয়ে কিশোরটি একসময়ে হেলমেট খুলে ফেললে শুরু হয় নতুন করে ধমকানি। এরপর বাইক থেকে ছিপিতে পেট্রল বের করে জোর করে তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা চালায় অভিযুক্তরা। কিশোর হাত দিয়ে তা সরিয়ে দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে তার গায়ে পেট্রল ঢেলে দেওয়া হয়।

জ্যোতি-বুদ্ধে বিভাজন করিনি

বৃহস্পতিবারের 'প্রবলেম' এড়াতে বিবৃতিকে বিকৃত বলে শুক্রে উল্টো সুর চেয়ারম্যান বিমান বসুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ সুর বদল করলেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তথা বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। বাম জমানার শিল্পনীতি এবং তা বাস্তবায়ন সম্পর্কে তিনি বৃহস্পতিবার যা বলেছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল সিপিএমের অন্দরে। শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে বিমান দাবি করলেন, তাঁর কথাকে বিকৃত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই মঞ্চ থেকে তিনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময়কার জমি অধিগ্রহণনীতির সমালোচনা করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বৃহস্পতিবার বিমান বলেছিলেন, ''কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্বেই বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয়েছে, ঘোষণা করা হয়েছে। সেই শিল্পনীতি নিয়ে যদি কোনও প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে জ্যোতি বসুরই হয়েছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেই শিল্পনীতি কার্যকর করার জন্য দায়িত্ব পেয়েছিলেন।'' শুক্রবার বিমান বলেন, ''আমি কোনও বিভাজনের কথা বলিনি।'' তিনি আরও বলেন, ''ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি আশির দশকে ঘোষণা করেছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু। তদুনাযায়ী শিল্প গড়ে উঠেছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ২০১১ সালের পরে কোনও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি।'' এ প্রসঙ্গেই তিনি কোলাঘাটের পরে বক্রেশ্বর, সাঁওতালডিহি, ব্যান্ডেল, সাগরদিঘিতে ইউনিট বৃদ্ধির উদ্যোগের কথা বলেন। তাঁর দাবি, গত ১৫ বছরের খরাকে



বাম জমানার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বর্ষীয়ান নেতা শুক্রবার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ''আমি কোনও ডিফারেন্সিয়েশন করিনি। আমি বলেছি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ওয়াজ নট অ্যানাউন্সড বাই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তার পূর্বসীরি জ্যোতি বসু ঘোষণা করেছিলেন।'' কিন্তু একটি শব্দ এবং একটি বাক্য এড়িয়ে গিয়েছেন বিমান। তিনি বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, ''যদি কোনও প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে জ্যোতি বসুরই হয়েছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেই শিল্পনীতি কার্যকর করার জন্য দায়িত্ব পেয়েছিলেন।'' কথায় বলে শব্দ ব্রহ্ম। বিমানের ওই 'প্রবলেম' বাক্যটিই জ্যোতিবাবু এবং বুদ্ধদেবের মধ্যে সূক্ষ্ম বিভাজন রেখা তৈরি করে দিয়েছিল। তবে শুক্রবার তিনি প্রবলেম সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করেননি। বিমানের কথা নিয়ে সিপিএমের অন্দরে নানাবিধ ব্যাখ্যা শুরু হয়েছিল। সিপিএমের মতো কোনও সংগঠনভিত্তিক দল যখন সরকার চালায়, তখন প্রশাসনের সঙ্গে পার্টির সমন্বয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দলকে না-জানিয়ে সরকার চালানো যায় না। ঘটনাচক্রে, ২০০৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালেই তৎকালীন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস প্রয়াত হন। পার্টি সম্পাদকের ভার যায় বিমানের কাঁধে। ভোটে ২৩৫ আসন জিতে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। তার পর শিল্পায়নে আগ্রাসী হয়ে নামেন বুদ্ধদেব। সিপিএমের নেতারা ঘরোয়া আলোচনায় প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিলেন, বুদ্ধদেবের সময়কালকে শিল্পনীতি নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়তে হলে সেই দায় দলের সম্পাদক হিসাবে বিমানের উপরেও বর্তাবে। সে কারণেই কি তিনি সেটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন? শুক্রবার সকাল থেকেই আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, বিমান হয়তো ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। বিবৃতি দিলেন। দাবি করলেন, বৃহস্পতিবারের কথা বিকৃত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এড়িয়ে গেলেন 'জ্যোতি বসুর প্রবলেম'।

'সিঙ্গুরের আন্দোলন বড় ঐতিহাসিক ভুল, পশ্চিমবঙ্গকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বরঃ সিঙ্গুরে কি শিল্প হবে? এই নিয়ে বৃহস্পতিবারই বড় ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, অশোক লেল্যান্ডের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠছে সিঙ্গুরে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত গাড়ি শিল্পই হবে? এই নিয়ে জোর চর্চা চলছে রাজ্য-রাজনীতিতে। এই আবহে এবার সিঙ্গুর নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিধায়ক মদন মিত্র। তাঁর কথায়, সিঙ্গুর আন্দোলন একটা বড় ঐতিহাসিক ভুল ছিল। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, সিঙ্গুরে অশোক লেল্যান্ড এলে খুব ভালো হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে মদন মিত্র বলেন, ''ভাতা দিয়ে, খয়েরতি দিয়ে কোনও সরকার চলতে পারে না। সরকারে রাজস্ব আনতে হয়। বিনিয়োগ করতে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আল্ট্রা বাম ও বাম, তাঁরা এমনভাবে বুঝিয়েছিল যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির পরই আপনার নাম থাকবে। কোনও না কোনও মানুষের সাফল্য হয়। পরবর্তীকালে প্রকৃত মূল্যায়ণ হলে সেই সাফল্য পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সিঙ্গুর আন্দোলন জনগণের নিম্ন মধ্যবিত্ত ক্ষেতি বাড়ির লোকেদের স্বপক্ষে একটা অন্তত প্রগতিশীল আন্দোলন নয়, বরং ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা নতুন করে ভাবা দরকার।'' এরপরই সিঙ্গুর আন্দোলন নিয়ে মদন বলেন, ''একটা বড় ঐতিহাসিক ভুলের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। এটা ভুল হয়েছে। শিল্প করতে দেওয়া উচিত ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের ভুল



ছিল। ভুল কে যে ভুল বলে স্বীকার করে সেই তো প্রকৃত রাজনৈতিক চরিত্র।'' তিনি আরও বলেন, ''বিরোধিতা মানে গান্ধারির মতো ফেট্টি বেঁধে বিরোধিতা নয়। পর্যালোচনা করে বিরোধিতা। ভবিষ্যত প্রমাণ করবে যদি অশোক লেল্যান্ডের কারখানা হয়ে যায়, তার পাশাপাশি মেদিনীপুরের শালবনি থেকে শুরু করে পরপর কারখানা হতে থাকে, যদি বাংলার অগ্রগতির জন্য ইন্ডাস্ট্রি গড়ে চাকরি হয়, টাকার পরিবর্তে চাকরি নয়, অযোগ্যদের চাকরি নয়, সত্যিকারের যোগ্যরা চাকরি পান, আমার মনে হয় নতুন করে তৃণমূল কর্মীরা ভাববে।'' উল্লেখ্য, সিঙ্গুরের শিল্পায়ন বিতর্ক বাংলার রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হুগলির সিঙ্গুরে প্রায় ১ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করে টাটা মোটরসের ন্যানো গাড়ির কারখানা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্যোগে রাজ্যে ছোট গাড়ি তৈরির কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা হয়। কিন্তু কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে আন্দোলনে নামেন একাংশের কৃষক। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনশনও শুরু করেন তিনি। টানা ২৬ দিন অনশনের পর তা প্রত্যাহার করেন মমতা। ২০০৮ সালের আগস্টে সিঙ্গুরে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। পরিস্থিতির জেরে ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে টাটা মোটরস কারখানার কাজ বন্ধ করে দেয়। অবশেষে ৩ অক্টোবর ২০০৮ সালে সিঙ্গুর থেকে ন্যানো প্রকল্প সরিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন রতন টাটা।

North Dum Dum Municipality

163, MB road, Birati, Kolkata-700051

E- Tender is hereby invited on behalf of Executive Officer, North Dum Dum Municipality for works within North Dum Dum Municipality

Sl. no	e-Tender no & date	e- tender memo & date
1.	e-Tender No: WBMAD/NDDM/PHD/NIeT-307/2026-2027 Date: 06.11.2026	Memo No: NDDM/PH & Conservancy/4519. Date: 30.09.2026

Table-2: Date and Time Schedule

Sl. no	Particulars	Date & Time
i)	Date of uploading of NIeT and e-Tender Documents online (Publishing Date)	06.11.2026. AT 18:00 Hrs
ii)	Documents download start date (Online)	06.11.2026. AT 18:00 Hrs
iii)	e-Tender submission start date (On line)	06.11.2026. AT 11:00 Hrs
iv)	e- Tender Submission closing (On line)	17.11.2026. AT 15:00 Hrs
v)	e-Tender opening date for Technical Proposals (Online)	19.11.2026. AT 15:00 Hrs
vi)	Date of uploading list for Technically Qualified Contractor (online)	To be notified later
vii)	Date and Place for opening of Financial Proposal (Online)	To be notified later
viii)	Date of uploading of list of qualified Contractor along with the offer rates (on line)	To be notified later
ix)	Also if necessary for further negotiation through offline for final rate.	To be notified later

For further detail tender information, please visit Municipal website **www.northdumdummunicipality.org**

Sd/-
Executive Officer
North Dum Dum Municipality

ফর্ম এ
গণবিজ্ঞপ্তি
('ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬-এর ৬ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী)

স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর পাওনাদারবৃন্দের অবগতির জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
কর্পোরেট দেনাদারের নাম	স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
কর্পোরেট দেনাদারের নিগমিত হওয়ার তারিখ	০৪.১২.১৯৯৫
যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট দেনাদার নিগমিত বা নিবন্ধিত হয়েছে	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ - কলকাতা
কর্পোরেট দেনাদারের কর্পোরেট পরিচিতি নম্বর / সীমিত দায়বদ্ধতা শনাক্তকরণ নম্বর	CIN: U24232WB1995PLC075698
কর্পোরেট দেনাদারের নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ২৭, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রে দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৩০.১০.২০২৬ আইআরপি-এর কাছে আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তিঃ ০৪.১১.২০২৬
অসচ্ছলতা নিরসন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ	২৮.০৪.২০২৭
অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন পেশাদার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম ও নিবন্ধন নম্বর	ডিকোড রিজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড IBBI/IPE-0091 /IPA-3/2022-23/50006
বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন পেশাজীবীর ঠিকানা ও ই-মেইল	ঠিকানাঃ ১১০১, ১১তম তল, প্লট-২১১, ডালামাল টাওয়ার, ফ্রি প্রেস জার্নাল মার্গ, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বই-৪০০ ০২১, মহারাষ্ট্র ই-মেইলঃ ip@decoderesolvency.com
অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ঠিকানা ও ই-মেইল	ঠিকানাঃ ১১০১, ১১তম তল, প্লট-২১১, ডালামাল টাওয়ার, ফ্রি প্রেস জার্নাল মার্গ, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বই-৪০০ ০২১, মহারাষ্ট্র ই-মেইলঃ cirp.spl@decoderesolvency.com
দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৮.১১.২০২৬
২১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৬এ)-এর দফা (খ)-এর অধীন পাওনাদারদের শ্রেণি, যদি থাকে, যা অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন পেশাদার কর্তৃক নির্ণয় করা হয়েছে	প্রযোজ্য নয়
একটি শ্রেণির পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি করে নাম)	প্রযোজ্য নয়
(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্মসমূহ এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত তথ্য এখানে পাওয়া যাবেঃ	(ক) cirp.spl@decoderesolvency.com-এ ইমেইল অনুরোধের মাধ্যমে (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল ৩০.১০.২০২৬ তারিখে স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর ক্ষেত্রে একটি করপোরেট দেউলিয়াত্ব সমাধান প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছে।
স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা যেন ১৮.১১.২০২৬ তারিখের মধ্যে বা তার আগে ১০ নম্বর এন্টিত্র বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর কাছে প্রমাণসহ তাঁদের দাবি পেশ করেন।
আর্থিক পাওনাদারগণ কেবল ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণসহ তাদের দাবি পেশ করবেন। অন্যান্য সকল পাওনাদার সশরীরে, ডাকযোগে অথবা ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণসহ তাদের দাবি পেশ করতে পারবেন।
১২ নম্বর এন্টিতে উল্লিখিত কোনো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত আর্থিক পাওনাদারকে, ওই শ্রেণির অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য ১৬ নম্বর এন্টিতে তালিকাভুক্ত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল বা দেউলিয়া বিষয়ক পেশাজীবীর মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করতে হবে এবং তা ফর্ম সিএ-তে উল্লেখ করতে হবে (এটি প্রযোজ্য নয়)।
দাবির সপক্ষে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ দাখিল করলে তা শাস্তির কারণ হবে।

স্থা/-
ডিকোড রিজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাজীবী
রেজিস্ট্রেশন নং.ঃ IIBBUIPE-0091/IPA-312022-23/50006
তারিখঃ ০৬.১১.২০২৬
স্থানঃ মুম্বই

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED

CENTRE POINT 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor,Room No. 306, Kolkata-700069Tel:033-30288506,**E-mail:** investors.pronto@gmail. com
CIN: L67120WB1982PLC035476

EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2026

(₹. in Lacs. Except EPS)

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2026	30.06.2026	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2025	31.03.2026
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from Operations(net)	1.42	1.71	1.16	3.13	2.42	11.27
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.52)	(0.59)	(1.44)	(1.11)	(2.53)	1.51
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(0.52)	(0.59)	(1.44)	(1.11)	(2.53)	1.51
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(0.52)	(0.59)	(1.44)	(1.11)	(2.53)	1.68
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.52)	(0.59)	(1.44)	(1.11)	(2.53)	1.68
Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Reserves excluding Revaluation reserves as per balance sheet of the previous accounting year	-	-	-			-
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic	(0.22)	(0.25)	(0.60)	(0.05)	(1.05)	0.70
Diluted	(0.22)	(0.25)	(0.60)	(0.05)	(1.05)	0.70

Note:
(a) The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended 30.09.2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended 30.09.2026 are available on the Stock Exchange websites (CSE) and Company website i.e. www.pisl.in.
(b) Exceptional and/or Extraordinary items (if any) adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with AS Rules.

For and on behalf of the Board
Sd/-
SUSHIL KUMAR AGRAWAL
Director
DIN: 00649521

Place : Kolkata
Dated : 06.11.2026

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, প্রযত্নে, বাজাজ অটো লিমিটেড কমপ্লেক্স, মুম্বই পুনে রোড, আকুরদি, পুণে ৪১১০৩৫
ব্রাঞ্চ অফিসঃ বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, জয়নগর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৩৭

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারার অধীনে দাবিনামা

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড (বিএফএল)-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে, এতদ্বারা সেই সকল ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের উদ্দেশে এই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছি, যারা বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে গৃহীত গৃহঋণ বা সম্পত্তির বিপরীতে নেওয়া ঋণের দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা মূল ঋণের অর্থ, সুদ এবং তৎসহ প্রযোজ্য অন্যান্য চার্জ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, যার ফলে উক্ত ঋণগুলো বর্তমানে **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** বা অনাদায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিধিমালার অধীনে তাদের সর্বশেষ জানা ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। তবে, সেই নোটিশগুলো বিতরণ করা সম্ভব হয়নি এবং তা ফেরত এসেছে। এমতাবস্থায়, এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের জানানো যাচ্ছে যে, তারা যেন বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে সময়ে সময়ে গৃহীত ঋণের বিপরীতে তাদের বকেয়া পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ করেন।

ঋণ হিসাব নং / ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম / সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম / জামিনদার(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	যে স্থাবর সম্পত্তি / সম্পদের ওপর জামানত বা বন্ধক কার্যকর করা হবে, তার ঠিকানা	দাবি নোটিশের তারিখ ও টাকার পরিমাণ
শাখাঃ বর্নগা পশ্চিমবঙ্গ **লোন চুক্তি নং.ঃ P6X6PBL5564357 তারিখঃ ২১.০৯.২০২২** **১.এপি ইমপ্যাক্ট ইন্ডিয়া-এর মালিকা আশিস ঘোষ দ্বারা** **রেজিস্টার্ড অফিসঃ** গ্রাম পাড়া থানা+পোস্ট পট্টাপোল মৌজা ১১৩ দাগ ২৩ উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪০৫, **যোগাযোগঃ** ৯৯৩২০৭৭০৩৭, **ইমেল আইডিঃ** ashisg6@gmail.com" **এছাড়াও** রেজিস্টার্ড অফিসঃ মৌজা - পিরোজপুর, জে.এল. নং -১১৩, আর.এস. প্লট নং-৬ এবং এল.আর. প্লট নং ২৩, খতিয়ান নং ১৬৭, ছাইঘোরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট-পেরাপোল, থানা-বনগাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা ৭৪৩৪০৫ **২. আশিস ঘোষ পরিতোষ ঘোষ** রেজিস্টার্ড অফিসঃ পিরোজপুর পিরোজপুর উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪০৫, **যোগাযোগঃ** ৯৯৩২৫০৭০৩৭, **ইমেল আইডিঃ** ashisg6@gmail.com" **৩. মমতা রানী ঘোষ** পিতা- বলরাম ঘোষ রেজিস্টার্ড অফিসঃ পিরোজপুর পেট্রাপোল উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪০৫, **যোগাযোগঃ** ৯৯৩২৫০৭০৩৭, **ইমেল আইডিঃ** ashisg6@gmail.com	তালিকা 'ক' - সম্পত্তির বিবরণঃ মৌজা - পিরোজপুর, জে.এল. নং - ১১৩, আর.এস. দাগ নং - ৬ এবং এল.আর. দাগ নং - ২৩, খতিয়ান নং - ১৬৭, ছাইঘোরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতভুক্ত, ডাকঘর - পেরাপোল, থানা - বনগাঁ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪০৫ উক্ত সম্পত্তির সাধারণ ব্যবহার্য এলাকায় আনুপাতিক অংশসহ (মোট আয়তন ৪ ডেসিমেল)। সীমানা নিম্নরূপঃ **পূর্বে**- হোসেন শেখের জমি **পশ্চিমে**- ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা **উত্তরে**- কালিদাস মণ্ডলের জমি **দক্ষিণে**- হোসেন শেখের জমি।	২৯.১০.২০২৬ টাকা ২০৩৬৭৬২/- (কুড়ি লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাতশো বাষট্টি টাকা মাত্র)
শাখাঃ জয়নগর পশ্চিমবঙ্গ **লোন চুক্তি নং.ঃ PY34PBL2378743 এবং PY34PBL2379487 উভয়ই ২৭.০২.২০২১ তারিখের** **১. রাহুল স্টোর্স-এর মালিকা সাইদুল হক সিপাই দ্বারা** **রেজিস্টার্ড অফিসঃ** গ্রাম+পোস্টঃ রায়দিঘি মথুরাপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি দক্ষিণ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৬৮৩, **যোগাযোগঃ** ৯১৫৩৩১৬১১৪, **ইমেল আইডিঃ** sipae1@gmail.com **এছাড়াও** রেজিস্টার্ড অফিসঃ মৌজা - কানকানদিঘি, জেএল নং ১২৭, হাল জেএল নং ১১২, আরএস দাগ নং ৩০৫, এল.আর. দাগ নং ৪৫৬, খতিয়ান নং ৩৫৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১০০৮, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯৮৪, পি.এস. - রায়দিঘি, কানকানদিঘি গ্র

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৩৩ সংখ্যা, শনিবার্ত্র , ২০ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

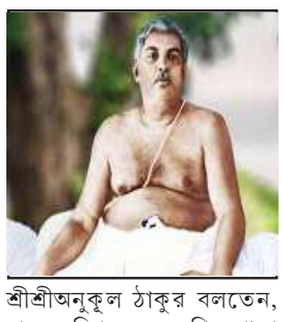
নটসূর্য

লেখক, অভিনেতা এবং নাট্যসংগঠক নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী পরলোকগমন করেন ৫ নভেম্বর, ১৯৭৪ সালে। ১৯২৩ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকালীন অভিনয়জীবনে অহীন্দ্র চৌধুরী বহু নাটকের প্রায় বিভিন্ন চরিত্রে স্মরণীয় অভিনয় করে নাট্যজগতে একটি যুগের সৃষ্টি করেন, যাকে 'অহীন্দ্রযুগ' বলে অভিহিত করা হয়। কলকাতায় তাঁর জন্ম। তিনি লন্ডন মিশনারি স্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করেন। কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ে যোগ দেন। অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই থিয়েটার, যাত্রা এবং সিনেমা এই তিন মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯২৩ সালে কর্ণার্জুন নাটকে তাঁর প্রথম অভিনয়। এছাড়া যেসব নাটকে অভিনয় করে তিনি স্মরণীয় হন সেগুলি হল শ্রীরামচন্দ্র, অশোক, চক্রব্যূহ, সাজাহান, মহারাজ নন্দকুমার, চন্দ্রগুপ্ত, মিশরকুমারী ইত্যাদি। তাঁর শেষ অভিনীত নাটক সাজাহান মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চে। তাতে তিনি নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন। মঞ্চের পাশাপাশি অহীন্দ্র চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন। ১৯২২ সালে তিনি সোল অব এ পেভ নামে একটি চলচ্চিত্র পরিচালনা ও তাতে অভিনয় করেন। ১৯৩১-৫৪ সাল পর্যন্ত ১২৫টিরও বেশি সবাক চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেন। প্রিয়তমা, চিরকুমার সভা, তটিনীর বিচার, রাজনর্তকী, সোনার সংসার, ডাক্তার, শেষ উত্তর, কৃষ্ণকান্তের উইল, কঙ্কাবতীর ঘাট প্রভৃতি চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালে তিনি অভিনয় সংক্রান্ত নিজস্ব সংগ্রহশালা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং এটি পরিচালনার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৫৪ সালে অহীন্দ্র চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'গিরিশ লেকচারার' মনোনীত করে। তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতামালা বাংলা নাট্য বিবর্তনে গিরিশচন্দ্র শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর গ্রন্থ নিজেরে হারায়ে খুঁজি আত্মজীবনীমূলক রচনা। ১৯৫৮ সালে সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি কর্তৃক তিনি পুরস্কৃত হন এবং নাট্য শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'স্টার থিয়েটার পদক' (১৯৭২) লাভ করেন। এছাড়া রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি প্রাপ্ত হন। অভিনয়ে অসামান্য দক্ষতার জন্য তিনি সাধারণের নিকট 'নটসূর্য' নামে পরিচিত ছিলেন। কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। সম্মাননা ঃ ১৯৫৮-তে 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমি' কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ১৯৬৭-তে 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' হতে ডি-লিট উপাধি গ্রহণ করেন। ১৯৭২-এ নাট্য শতবার্ষিকী উৎসবে স্টার থিয়েটার পদক লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গিরিশ অধ্যাপক' হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি নটসূর্য নামে সকলের কাচে পরিচিত ছিলেন। নটসূর্য উপাধিটি লাভ করেছেন অভিনয় জগতের প্রিয়জনদের কাছ থেকে। তাঁর নাট্য প্রতিভা তাঁকে নটসূর্যে পরিণত করেছে। তিনি যাত্রা থেকে শুরু করে অভিনয় জগতে চির ভাস্কর হয়ে রয়েছেন।

ভূকৈলাস

ব্যস্ত খিদিরপুরের ঘিঞ্জি গলির মধ্যে দিয়ে একটু এগোলেই বদলে যাবে দৃশ্যপট। ইট-কাঠ-পাথরের শহর আর গাড়ির হর্নের শব্দ সাময়িকভাবে মিলিয়ে গেলেই দেখা যাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক পুরোনো দেউড়ি। সময় যেন এখানে থমকে গেছে প্রায় আড়াইশো বছর আগে। ভগ্নপ্রায় নহবতখানা, শ্যাওলা পরা প্রাচীর আর নিঝুম ঘাটে যেন রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ধূলিধূসরিত রাজকীয় সুবাস। এটাই খিদিরপুরের বিখ্যাত ভূকৈলাস রাজবাড়ি। ১৭৫৮ সালে ব্রিটিশরা যখন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ বানানোর জন্য গোবিন্দপুরের জমি অধিগ্রহণ করতে শুরু করে, তখন ঘোষাল পরিবারকে তাদের আদিভিটে ছেড়ে চলে আসতে হয়। পরিবারের কৃতি পুরুষ, পরম পণ্ডিত ও দূরদর্শী মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল খিদির পুরের কালীবাগান এলাকায় বিশাল জমি কেনেন। নিচু জঙ্গল ঘেরা জমি পরিষ্কার করে ১৭৮২ সাল নাগাদ তিনি গড়ে তোলেন এই স্বপ্নপুরী। সুউচ্চ রাজপ্রাসাদ, সুসংহত ঠাকুরদালান আর সুবিন্যস্ত বাগান দিয়ে ঘেরা এই প্রাসাদ হয়ে উঠেছিল সেকালের এক সেরা স্থাপত্য। তবে রাজবাড়ীর নাম 'ভূকৈলাস' কেন? রাজবাড়ির দেওয়ালে লেখা তথ্য থেকেই জানতে পারলাম বিশাল এস্টেটের মাঝখানে জয়নারায়ণ খনন করিয়েছিলেন টলটলে জলের এক দিঘি, যার নাম 'শিবগঙ্গা'। শিবগঙ্গার দুই পাড়ে স্থাপন করেছিলেন দুটি বিশাল আটচালা শিবমন্দির। কথিত আছে, সাধক রামপ্রসাদ সেন একবার এই মন্দিরের শান্ত পরিবেশ আর রাজবাড়ির ভক্তিঘন আমেজ দেখে অভিভূত হয়ে বলে উঠেছিলেন, এ যেন সাক্ষাৎ মর্ত্যের কৈলাস! সাধকের সেই মুখের কথাই ইতিহাস হয়ে থেকে যায়, আর এই স্থানের পরিচিতি ঘটে 'ভূকৈলাস' নামে। শিবগঙ্গার দুই ঘাটে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা এই যুগল শিবমন্দিরের রূপ সত্যিই বিরল। পূর্ব পাড়ে মা রক্তকমল দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে জয়নারায়ণ গড়ে তোলেন 'রক্তকমলেশ্বর' মন্দির, আর পশ্চিম পাড়ে বাবা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের স্মরণে তৈরি হয় 'কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর'। মন্দিরের অলংকরণে বাংলা আটচালা রীতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন চোখে পড়ে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে মন্দিরের ভেতরে থাকা দুটি বিশালাকার কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ। প্রায় ১১ থেকে ১২ ফুট উঁচু এই শিবলিঙ্গ দুটি কলকাতার মধ্যে অন্যতম উচ্চতম। জনশ্রুতি বলে, স্বাধীনতার পর খোদ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুও এই শিবলিঙ্গের খবর পেয়ে এখানে এসে এখানকার পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছেন।

সাধক রামপ্রসাদ

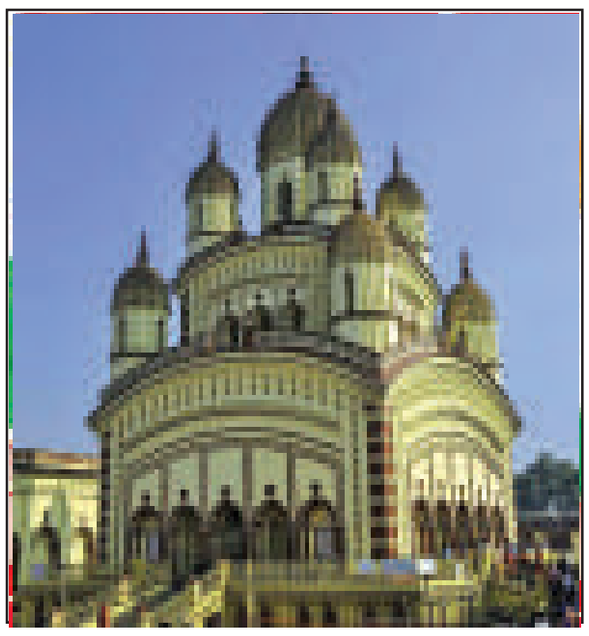


শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তিনি বলেছেন, পুজো করেও মায়ের নাম করা যেমন যায় ঠিক তেমনি গান গেয়ে গান রচনা করে মা শ্যামার ভক্তি প্রকাশ করা সম্ভব। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হন না। মা শ্যামা ওপরে ভরসা করতে হবে। তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে। তবেই মা শ্যামা তাকে দেখা দেবেন। সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ সব সময়ে মাকে ডাকতেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো করতেন সাধক

কালী আরাধনায় মগ্ন বাংলার সাধক

অভিজিৎ ব্যানার্জি

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা কালীকে শুধু পুজো করলে হবে না। তার সাধনা করতে হবে। বেদ পড়লেই চলবে না। শাস্ত্র পাঠ করলেই চলবে না। পুজো অঞ্চলি দিলেই কালী সন্তুষ্ট হন না। মানুষের সেবা করতে হবে। তবেই মা কালী সন্তুষ্ট হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ধর্মীয় দর্শনটা ছিল সেবা করা। তিনি মানব সেবায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি মানব সেবায় দীক্ষিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, শুধু ধর্মশাস্ত্র পড়লেই দেবতার আরাধনা করা যায় না। তিনি মা ভবতারিণীকে নিজের কন্যার মতো দেখতেন বলেই তাঁকে সবাই পাগল ঠাকুর বলতো। রানী রাসমনি এই পাগনল ঠাকুরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের সামান্য পুরোহিত তিনি তিনি জগত বিখ্যাত হয়ে ছিলেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মানব সেবা মানুষের সেবা করতে হবে। তিনি পতিতদের সেবা করেছেন। গিরিশ ঘোষকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। অভিনেতা গিরিশ ঘোষ যখন খুবই অসুবিধা পড়ে গিয়েছিলেন তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে শাহস দিয়েছিলেন। শক্তি দিয়েছিলেন। অভিনেত্রী বিনোদিনীকে সবাই যখন ঘৃণা করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁকে আর্শিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তুই একদিন বিখ্যাত হবি। তোর নাম বাংলার যাত্রা জগতে ঘোরা ফেরা করবে। তোর খুব সুনাম হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শুধু ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মন যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে।মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে



তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। তিনি নরেনকে এই সব মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি জানতেন যে নরেন একদিন তাঁর নামটাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নরেনকে আর একটি শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে পতিতদের উদ্ধার করতে হবে। অনাথদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে হবে। শক্তিহীন মানুষকে শক্তি দিতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মা'ই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। মাকে পুজো করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সারা জীবন ধরে তিনি নারী জাগরণে কথা চিন্তা করে গেছেন। তিনি কোনও দিনই নারীদের অপমান তো দূরের কথা তাদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলতেন, নারীরা প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল। বর্তমান যুগেও নারীরা ভারতের আদর্শ। নারীদের সমানে রেখে দেশ এগিয়ে চলে। আজকের বিশ্বে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে নারীরা এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। নারীরা না থাকলে বা নারী শক্তি না থাকলে একটি দেশ কোনও সময়ে সমানের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। এখন প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জন্য নারী শক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নারীরা হচ্ছে প্রেরণাদায়ী। তাঁরা পুরুষ জাতিতে প্রেরণা নামক শক্তি দিয়ে থাকেন। সেই শক্তি গ্রহণ করে পুরুষরা কাজ করে চলে। সংসার নারীর দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবন পরিচালিত হয়। সন্তান সন্ততিরা পরিচালিত হয়ে থাকে। নারী শক্তি সংসারে সবাই লাভ করতে পারলে সংসার সুখের হয়। দেশ সমৃদ্ধ লাভ করে। ধনবান হয় দেশ। চৈতন্যদেব শচীমাতাকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসতেন বলেই তিনি বড় হতে পেরেছিলেন। শচীমাতাও চৈতন্যদেবকে ভালোবাসতেন। মা সরদার ছিলেন ভক্তির প্রতীক। তিনি সবার ভালো করার কথা ভাবতেন। সবার উপকারের কথা ভাবতেন। মা সারদা ছিলেন নারী শক্তি জাগরণে প্রতীক। তিনি নারী শক্তিকে জাগরিত করতে সক্ষম ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর আর্শিবাদকে গ্রহণ করে তিনি শিকাগোতে গিয়ে আমেরিকাবাসীদের নিজের ভাইবোন বলে উল্লেখ করলেন। এর আগে কোনও বিদেশি আমেরিকাবাসীদের নিজের ভাই বোন বলে উল্লেখ করেনি। আমেরিকাবাসীদের নিজের ভাইবোন বলে আখ্যা দেওয়ার ফলে স্বামী বিবেকানন্দের আন্তর্জাতিকতাবাদ দেখতে পাওয়া গেল। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দর্শনকে তিনি আমেরিকার নাগরিকদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। তিনি বলেন, ভারতের একটি অখ্যাত গ্রামে নিরক্ষর ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যে দর্শনের কথা বলে দিয়ে গিয়েছেন সেই দর্শনকে পালন করলেই তবে মানব সেবা করা সম্ভব। মানুষের সেবা ছাড়া আর জগতে কিছুই নেই। যিনি মানব সেবাকে প্রধান ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন তিনি জগত শ্রেষ্ঠে পরিণত হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি একটি বিখ্যাত বই রচনা করেছিলেন কালী ঠাকুরকে নিয়ে। তিনি লিখেছিলেন 'মাই গড কালী'। এখানে তিনি কালী পুজোর চেয়ে তিনি কালী আরাধান করার কথা বলেছিলেন। মানুষের মধ্যেই কালীর অবস্থান রয়েছে। মানুষের সেবা করতে পারলে মা কালীর সেবা করা হয়। কালীর সঠিক পুজো করতে হলে আগে মানুষের পুজো করতে হবে। মানুষকে অনাহারে রেখে কোনও সময়ে পুজো করে পুণ্য লাভ করা যায় না। ভগিনী নিবেদিতা মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়েছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানুষের উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় তাঁকে আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখাতেন। তিনি বলতেন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনে আধুনিক ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আধুনিক ভারত গড়তে গেলে স্বাধীন হতে হবে। পরাধীন ভারত কোনও কালে পাশ্চাত্য দেশের মর্যাদা পাবে না। ভারতকে আপন শক্তির ওপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

বেনারসের কচুরি আর রাবরি যারা না খেয়েছে তারা বোকা

অভিষেক সেনগুপ্ত

বেনারসে কী খাবেন, কেন খাবেন? 'কাশী কবহুঁ না ছোড়িয়ে কাশী অদ্ভুত ধাম। মরনে পর মুক্তি মিলে জিতে ল্যাংড়া আম।।' লোকমুখে এই ছড়া খুব প্রচলিত ছিল এক সময়। কাশীর ক্যারিশমা বোধহয় ঠিক এই জায়গাতেই। এখানে মারা গেলে মুক্তি মেলে যেমন, বেঁচে থাকলে মেলে জীবনের স্বাদ। কেন? আরে, স্বাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে বেনারসের খাবার। বৈচিত্রে ভরপুর। এমন সব পদ, দেখলেই নোলা রেড কার্পেট বিছিয়ে দেবে আপনার জন্য! নিরামিশেও যে এত রকমারি হয়, বেনারসে পা না দিলে বুঝবেন না। চেটে, চুষে, কড়মড়িয়ে, হেঁটে, বসে, গড় গড়িয়ে; সব রকমভাবে খাওয়ার সুযোগ আছে। এমন হালকা আবহে পলকা মন নিয়ে আস বেন না। এলেই বা কী, কাশীর জলহাওয়ায় সকাল-বিকেল, সন্ধে-দুপুর খালি খাইখাই আর খাইখাই করবে মন। সতর্কী করণও কিন্তু আছে; কাশী লোভীদের স্বর্গরাজ্য, রোগীদের মৃত্যুফাঁদ!

এ সব নিশ্চয়ই আপনাকে ঘাবড়ে দিচ্ছে না! দ্বিপদ আর কবে বিপদ নিয়ে ভেবেছে বলুন তো? জেলুসিল, গ্যাসের ওষুধ, হজমি রাখুন হাতের কাছে। দু-চার পিস ঠুঁসে নিলেই জল চিবিয়ে খাবেন আর পাথর গিলে খাবেন! পেটো মারলেও পেটকে আর দমানো যাবে না, এই বলে রাখলুম!

তা হলে আর কী? কুর্সি কি পেটি বান্ধ লিজিয়ে, মৌসম বিগড় নেওয়ালা হ্যায়! ডাইনে, বাঁয়ে এমন সব জিভ জ্যাম করা খাবারের খবর দেব না, পিলে গিলে হয়ে যাবে!

এসেছেন যখন, সকাল সকাল ফিল্ডে নেমে পড়া ভালো। টসে জিতুন আর হারুন কচুরি দিয়েই খেলা শুরু করুন। যদি চেনা বামুনকে দিয়ে পুজো দিতে চান, তাহলে মর্নিংওয়াক করতে করতে কচৌরি গলিতে চলে যান। এতে 'সরিল' ঠিক থাকবে, পেটও জটিল হবে না। নীলু কচৌরি ভাণ্ডার আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। মনে রাখবেন, এখানে পান থেকে প্যান্ট মোটামুটি সব দোকানের সারনেম এক! এই শুরু করলাম, পরের দিকে আরও ভাণ্ডারের খোঁজ দেব। তাই সাহসী বাঙালির মতো 'মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার' মোডে মুখোমুখি দাঁড়ান নীলুর। ব্যাটা পালিয়ে যাবে কোথায়! দৌড় তো ওই কচৌরি গলি পর্যন্ত।

কচৌরি গলির নামকরণ হয়েছিল কচুরির দাপটেই। অনেকটা কলকাতার ছাতাওয়ালা গলির মতো। কচৌরি গলিতে নীলুর সঙ্গী হিসেবে দীলু বা পিলুকে খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। আর হ্যাঁ, একশো পার করা নীলুর কচৌরি হিংয়ের। শুনেই জিভে তুফান উঠল তো! দাঁড়ান, আগে পুরোটা শুনে নিন। আমরা বাঙালিরা যাকে কচুরি বলি, ঠিক তা নয়। অবাঙালিদের মতো খাস্তা কচৌরি। যাকে আমরা আবার গুটকে বলে ডাকি। তা চানার তরকারি দিয়ে গুটকের শুঁটকে মুখে চুমু খাবেন কিনা, ঠিক করতে হবে আপনাকেই। যদি না চান অনশন করতে হবে না, অপশন আছে। গলির মুখেই পেয়ে যাবেন রতনবাবুকে। বছর পঞ্চাশের খাটিয়ে লোক মানেই যে খাটিয়া পেতে বসতে দেবেন, তা নয়। হাতে পাতা নিয়েই খেলতে হবে। শেষ পাতে ১০ টাকার কয়েনের সাইজে গরম গরম জিলিপি। রসে ভরা। টপাটপ মুখে ফেলে ডিল ক্লোজ করুন।

কচুরির পর্ব শেষ। এবার হাঁটাহাঁটি করুন। এমনিতেই বাইক, স্কুটি, অটো, টোটো, রিকশার গুঁতোয় হাঁটতে গেলেও পাহাড় ভাঙার পরিশ্রম হবে। তাতে আহার হজম হয়ে যাবে। এই পর্বে চা-বিলাসিতা রাখতে পারেন। চা আর মা, বাঙালির কোন্নো ক্ষতি করে না। মন খুশ করা চা-পানের জন্য জাপান যেতে হবে না। আমার তালিকায় একটি বিশেষ দোকান আছে। কাউকে জিজ্ঞেস করুন, বাঙালি টোলা যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে। ওই গলির ঠিক উল্টো দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন, নানা ভাষায় কথা বলছেন এক চায়ের দোকানি। দোকানের নাম পুষ্পা চায়ে। মালিক দেব মুখার্জি। কলকাতার ছেলে। এখানে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি এমনকি জাপানি, চিনাও জানেন। জিজ্ঞেস করা হয়নি, উনি হয়তো পালি ভাষাও জানেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে চায়ে পে চর্চাও রাখতে পারেন।

দেখবেন, কথায় কথায় আবার রাত না হয়ে যায়! ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখুন। না হলে তির্ছি নজরে সূর্যকে খেয়াল রাখুন। সূর্য মাথায় চড়ার আগেই উঠে পড়ুন। গুটিগুটি পায়ে চলে আসুন খিচুরির লাইনে। খিচড়িবাবার মন্দিরে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা ঢালাও খিচুরি খাওয়ানো হয়। হাতে রাখুন পাতা, খিচুরি পাবেন এক হাতা। বিশ্বাস করুন, মারকাটারি স্বাদ। তা ছাড়া, শুধু হাবিজ অ্যান্ড জাবিজ খেলেই হবে, পুস্টির কথাটা খেয়াল রাখবেন না, মশাই? এরপর, একটা বড় ব্রেক নিন। পুজো, মন্দির, শপিং; এ সব চাইলে করতে পারেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের শিক্ষক

অনিকেত নস্কর

এক আদর্শ শিক্ষকের জীবন কাহিনী। আজ থেকে প্রায় দেড়শত বছর আগের কথা, ১৮৬৬ সালের ২২ নভেম্বর চট্টগ্রামের শেওরাতলী গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র দাস-এর ঘরে জন্ম নেয় একটি পুত্র সন্তান, যার নাম রাখা হয় বেণীমাধব দাস। বেণীমাধব দাস বেড়ে ওঠেন পরাধীন ভারতে, দর্শন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন এবং শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে। তিনি চট্টগ্রাম, ঢাকা, কলকাতা, কটক, কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজে শিক্ষকতার মহান ব্রত পালন করেন কখনো কলেজের অধ্যাপক, কখনো স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে। একজন সৎ, নীতিনিষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন ঋষি তুল্য।

নেতাজী সুভাসচন্দ্র বোস স্কুল জীবনে বেণীমাধব দাসের ছাত্র ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের মনে স্বদেশী মনের গাছ পুঁতে দিয়েছিলেন তিনি। সুভাষচন্দ্র বোস তাঁর 'ভারত পথিক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন শিক্ষক বেণীমাধব দাসকে। সুভাষচন্দ্রের মনে শিক্ষক বেণী মাধব দাসের একটি স্থায়ী আসন ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের অনুপ্রেরণায় বেণীমাধব দাস ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হন। তিনি ১৯২৩ সালে অন্ধ্র প্রদেশের কাকিনাদায় 'অল ইন্ডিয়া থিইস্টিক কনফারেন্স'-এ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সেই সমাবেশে তাঁর বক্তব্য পরবর্তীতে 'মডার্ন থিইস্টিক মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' নামে বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর লেখা 'পিলগ্রিমেজ থ্রু প্রেয়ারস' বইও বেশ সমাদৃত হয়।

বেণীমাধব দাস বিয়ে করেন তৎকালীন কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সম্পাদকের কন্যা সরলা দেবীকে। সরলা দেবী'ও সমাজসেবায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি অসহায় ও দুস্থ নারীদের সহায়তায় 'সরলা পুন্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। বেণীমাধব দাস ও সরলা দেবীর ঘরে জন্ম নেন অগ্নিযুগের দুই বিপ্লবী কল্যাণী দাস (১৯০৭-৮৩) ও বীণা দাস (১৯১১-৮৬)।

দেশপ্রেম ও শিক্ষকতায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন বেণীমাধব দাস। তাঁর হাতে ছাত্র হিসেবে তৈরি হয়েছেন অসংখ্য দেশপ্রেমিক বিপ্লবী। এঁদের মধ্যে অন্যতম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র



বসু। ১৯০৯ সালে কটকের কাঠা জুড়ি নদীর তীরে বাংলা মাধ্যম র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন সুভাষচন্দ্র। বেনীমাধব দাস তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বদেশচেতনা প্রথম ছোট সুভাষকে প্রভাবিত করে। সুভাষের ভেতরে যে আগুন আছে তা এই শিক্ষক ঠিক আঁচ করতে পেরেছিলেন। পরাধীনতা থেকে দেশের মুক্তির উপায় প্রসঙ্গে নানা আলোচনায় সুভাষের মনে দেশপ্রেমের দীক্ষা বীজ বপন করে দেন বেনীমাধব দাস। তিনি সুভাষকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পাঠ করতে। কৈশোরের অস্থির সময়ে যা সুভাষকে লক্ষ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। সুভাষচন্দ্র পরে তাঁর স্মৃতি কথায় এই দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন শিক্ষক বেণীমাধব দাস ছাত্রদের অকুণ্ঠ উৎসাহ দিতেন নানা বিষয়ে বই পড়তে এবং পরে তা নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাদের সক্রিয়ভাবে সমাজসেবায় অংশ নিতেও উৎসাহ দিতেন। বেণীমাধব দাস সেই সময়ে মধুসূদন দাসের মত ওড়িষ্যার চিন্তা নায়কদেরও সংস্পর্শে আসেন

‘সুইসাইড পয়েন্ট’ বন্ধ করতে কী করলো মুর্শিদাবাদ প্রশাসন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৬ নভেম্বর ঃ পরিবার নিয়ে কখনো পাহাড়ে বেড়াতে গেলে হঠাৎই এক বাঁকের শেষে আপনি দেখতে



পেয়েছেন ‘লাভ পয়েন্ট’, ‘ভিউ পয়েন্ট’ সহ নানা নামের বিভিন্ন ধরণের সুন্দর ‘পয়েন্ট’। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় রঘুনাথগঞ্জ শহরে ভাগীরথী নদীর উপর অবস্থিত জঙ্গিপুর ভাগীরথী ব্রিজ গোটা জেলায় ‘কুখ্যাত’ হয়ে উঠেছে ‘সুইসাইড পয়েন্ট’ হিসেবে। এই ব্রিজ থেকে ভাগীরথী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। ইতিমধ্যে বহু ব্যক্তি এই ব্রিজ থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। কয়েকজনকে সময় মতো উদ্ধার করা গেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এবার ভাগীরথী নদীর ওপর এই ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা আটকানোর জন্য পদক্ষেপ করল জেলা প্রশাসন। সম্প্রতি এই ব্রিজের ওপর কয়েক মিটার অন্তর একাধিক ছোট হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। যেখানে আত্মহত্যার পথগামী মানুষকে বাঁচার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ধরনের ‘অনুপ্রেরণামূলক’ কথা লেখা হয়েছে। এই হোর্ডিংগুলোতে জীবনের মূল্য, পরিবারের গুরুত্ব এবং সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্থানীয়রা ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। তাঁরা বলছেন শুধু হোর্ডিং নয়, আরো সক্রিয় নজরদারি ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি দরকার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাগীরথী নদীর ওপর এই ব্রিজটি রঘুনাথগঞ্জ এবং জঙ্গিপুর শহরকে যুক্ত করেছে। প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুটি ২০০১ সাল নাগাদ চালু হয়। এই ব্রিজ চালু হওয়ার আগে নদীর দুই পাড়ের মানুষ নৌকা করে এক পার থেকে অন্য পারে যেতেন। তবে ব্রিজ চালু হয়ে গেলেও এখনো নদীতে নৌকা করে পারাপার বন্ধ হয়নি। এখনও প্রচুর মানুষ এই ব্রিজ ব্যবহার না করে রঘুনাথগঞ্জের গাড়ি ঘাট থেকে জঙ্গিপুর ফেরিঘাট মধ্যে নৌকা করে নদী পারাপার করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান ব্রিজটি তৈরি হওয়ার পর সাধারণ মানুষের পক্ষে জঙ্গিপুর পুরসভার অন্তর্গত দুই শহরে যাওয়া খুব সুবিধাজনক হয়ে গেছে। তবে গত কয়েক বছরে হঠাৎ করেই এই ব্রিজটি ‘কুখ্যাত’ হয়ে উঠেছে আত্মহত্যার জন্য। একাধিক পুরুষ এবং মহিলা ইতিমধ্যেই এই ব্রিজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। রঘুনাথগঞ্জ শহরের বাসিন্দা রাজা বসু বলেন, ব্রিজ থেকে নিচে নদীতে ঝাঁপ দিলে সাঁতার না জানলে তাঁকে বাঁচানো এক প্রকার অসম্ভব। তবে কয়েকবার ব্রিজের দু’প্রান্তে ঘাটের কাছে বসে থাকা যুবকরা ব্রিজ থেকে কাউকে ঝাঁপ দিতে দেখে জলে ঝাঁপ দিয়ে বা নৌকা নিয়ে গিয়ে দু -একজনকে বাঁচিয়ে ফেলেছেন। তবে বেশিরভাগ মানুষকেই বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অনেকেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে জলের স্রোতে ভেসে গেছেন। পরে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু কী কারণে জেলার মানুষের কাছে জঙ্গিপুর ভাগীরথী ব্রিজটি ‘সুইসাইড পয়েন্ট’ হিসেবে কুখ্যাত হয়ে উঠছে তা নিয়ে নির্দিষ্ট করে কারোরই কোনো ধারণা নেই। শহরের বাসিন্দা বেলা দে বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় আরও একাধিক ব্রিজ রয়েছে। কিন্তু গত দু-তিন বছরে জঙ্গিপুর ভাগীরথী ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে যে সংখ্যক মানুষ আত্মহত্যা করেছেন বা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন তা আর অন্য কোনো জায়গায় হয়নি। আমরা এই শহরের বাসিন্দারা বুঝতেই পারছি না কী কারনে এই ব্রিজ থেকে এত সংখ্যক মানুষ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন। পুলিশ সূত্রের খবর , গত ২ বছরে এই ব্রিজ থেকে অন্তত ৫০ জন মানুষ নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন অব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আত্মহত্যার জন্য। তাঁদের মধ্যে অনেককেই বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অনেককে আবার স্থানীয়দের তৎপরতায় ব্রিজের ওপর রেলিং থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। শহরের অপর এক বাসিন্দা গৌতম দাস বলেন, ব্রিজের ওপর প্রশাসনের তরফ থেকে ছোট হোর্ডিংগুলোতে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে তা এক ধরনের আশার আলো। এগুলো শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয় বরং একটি বার্তা যে জীবন মূল্যবান এবং সমস্যা সমাধানযোগ্য। মুর্শিদাবাদের এই ব্রিজ যেন আর ‘সুইসাইড পয়েন্ট’ না থাকে সেটাই এখন আমাদের সকলের কাম্য। জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ চৌধুরী বলেন, ভাগীরথী নদীর ওপর ওই ব্রিজটি পূর্ত দপ্তরের এক্তিয়ারভুক্ত। ওই ব্রিজ থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করার ঘটনা মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফ থেকে একটি যৌথ ভিজিট করা হয়েছিল। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই আমরা পূর্ত দপ্তরের কাছে প্রস্তাব রেখেছি ব্রিজের রেলিংয়ের ওপর বেশ কয়েক মিটার উঁচু করে লোহার নেট লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। তবে ব্রিজের ওপর লোহার নেট বসালে ব্রিজের ওপর ভার কিছুটা বেড়ে যাবে। পূর্ত দপ্তর এখন আমাদের প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে। পূর্ত দপ্তর আমাদেরকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিলে ব্রিজের ওপর দিয়ে একটি জলের পাইপলাইন এবং রেলিংয়ের ওপর লোহার নেট বসানোর কাজ আমরা সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দেব।

কালীপুজোর আগে বাতাসার চাহিদা তুঙ্গে, তবুও কমছে লাভ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ৬ নভেম্বর ঃ কালীপুজোর পুজোর আগে চাহিদা থাকলেও কমেছে লাভের অংশ, শ্রমিক ও পুঁজি অভাব, তাই খুব কষ্ট করেই টিকিয়ে রেখেছেন বাতাসা ব্যবসা। গ্রাম বাংলার নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানে হরিলুঠে বাতাসা ছড়ানো থেকে গরমের দিনে এক টুকরো জল বাতাসা, এবং বিভিন্ন পূজোয় প্রসাদে



বাতাসা, বাংলার মানুষের কাছে বাতাসার চাহিদা বরাবরই রয়েছে। পুজোর সময় সেই চাহিদা বাড়ে। তার ওপর লাফিয়ে বেড়েছে চিনির দাম। ফলে কার্যত বাতাসার দামও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। বেড়েছে নকুলদানা, মুরকি, কদমার দামও, কালীপুজোর সময় চাহিদা রয়েছে ভালোই। কালনা শহর পেরিয়ে ভিন জেলাতেও যাচ্ছে মাল। কিন্তু পুঁজির অভাবে কার্যত ধুঁকছে এই শিল্প। কালনার উঁচু জাপট এলাকায় বাতাসা তৈরি মালিকরা জানাচ্ছেন চিনির দাম লাফিয়ে বেড়েছে, ফলে বাতাসার দামও বেড়েছে। একই সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নকুলদানা, মুরকির দাম, পুজোর আগে চাহিদা থাকলো পুঁজির অভাবে বেশি পরিমাণ মাল তৈরি করা যাচ্ছে না। সরকার যদি এর ব্যবস্থা করে ভর্তুকি যুক্ত লোনের ব্যবস্থা করে তাহলে অনেকটাই উপকৃত হয়। এই শিল্পই বাঁচলে এলাকায় নতুন ছেলেমেয়েরাও কাজের সুযোগ পাবে। এলাকায় কাজ করা শ্রমিকরা জানাচ্ছেন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করতে হয়, কোনদিনও ৩০০ কোনদিনও ৩৫০ আবার কোনদিনও ৪০০ টাকার কাজ হয়। কিন্তু প্রতিদিন কাজ হয় না। প্রতিদিন কাজ হলে আমাদের অনেকটাই ভালো হতো। মালিকের পাশে দাঁড়িয়ে তারাও জানাচ্ছেন সরকার ভর্তুকিযুক্ত লোনের ব্যবস্থা করলে তাদেরও কাজ বাড়তো, তারাও প্রতিদিন কাজ পেতেন। সবমিলিয়ে এখন নতুন সরকারের মুখের দিকেই তাকিয়ে কর্মরত শ্রমিক থেকে শুরু করে বাতাসা তৈরীর মালিকপক্ষ।

বিজয়া সম্মেলন, সরকারি পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বার্তা বিধায়কের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৬ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের পাটুলী ব্লক কার্যালয়ে ভিআরপিদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বিজয়া সম্মেলন। বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উঠে আসে ব্লকের উন্নয়ন, সরকারি পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের বিডিও পারিজাত বোস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা তরফদার, ভিআরপি সংগঠনের সভাপতি দেবাশীষ ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের ফুল ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পাশাপাশি বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকজুড়ে যে সমস্ত ভিআরপি কর্মীরা কাজ করছেন, তাঁদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে অবহিত করতে হবে। যাতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে কোনও যোগ্য মানুষ বঞ্চিত না হন, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, এই ব্লককে দুর্নীতিমুক্ত করাই তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের স্বার্থে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং সরকারি পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনওরকম অনিয়ম যাতে না হয়, সেই বিষয়েও সকলকে সতর্ক থাকার বার্তা দেন বিধায়ক। এদিনের বিজয়া সম্মেলন শুধু শুভেচ্ছা বিনিময়ের অনুষ্ঠান হিসেবেই নয়, বরং আগামী দিনে ব্লকের উন্নয়নমূলক কাজ এবং সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিআরপিদের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করার একটি মঞ্চ হিসেবেও উঠে আসে।



ফেনসিডিল সিরাপসহ গ্রেপ্তার ৭

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৬ নভেম্বর ঃ অবৈধ মাদক কারবারের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়ে বড়োসড় সাফল্য পেল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। জেলার মোট ৬টি থানার বিভিন্ন এলাকায় একযোগে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে মোট ৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মোট ৭টি পৃথক মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সামগ্রিক অভিযানে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, শুক্রবার পুরুলিয়া মফস্বল থানার রাঘবপুর আমবাগান এলাকার একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এক বিরাট সাফল্য আসে পুলিশের হাতে। ওই বাড়ি থেকে ১,২০০টিরও বেশি ফেনসিডিল কাফ সিরাপের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযান চলাকালীন গোটা এলাকা কঠোর পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল, যাতে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়। পরবর্তীতে রাঘবপুর আমবাগানের যে বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে, সেই চত্বরেই এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। তিনি এই সফল অভিযান ও মাদক পাচারচক্রের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন। জেলার যুবসমাজকে মাদক মুক্ত রাখতে পুলিশের এই ধরনের কড়া পদক্ষেপ আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ 86/W-2/APDJ, তারিখঃ 03-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ 30-AP-I-2026। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ. নিউ কোচবিহারে - ১৪ বিএন আরপিএসএফ ক্যাম্পাসে-এর জন্য জল জমে থাকা রোধ করার লক্ষ্যে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার মেরামত এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৫৫,৯৮,৬০৪.১৯ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৫,১২,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ২৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

E tender notice

Online bids are invited the year 2026-27 from bonafied contractors for listed work (Fund : 16th CFC - 2026-27) in respect of (i) E-NiT-1060/KGP/16th CFC tied Fund 2026-27, Dated: 05/11/26 Tender ID - 2026_ZPHD_5084486- (1 to 3) Last date of submission: 20/11/26 upto 12.00 pm Opening date: 23/11/2026 at 12.00 pm (ii) E-nit- 1061/KGP/16th CFC untied fund 2026-27, date 05/11/26 Tender ID = 2026_ZPHD_5084560_1 Last date of submission:- 20/11/2026 upto 12.00 pm Opening date:- 23/11/2026 at 12.00 pm For details information contact to the undersigned

Sd/- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

NOTICE INVITING e-TENDER

Notice Inviting Pre-qualification-cum-Tender (Two cover system) The Executive Assistant, Magurmari- II Gram Panchayat, invites e-Tender in Percentage Rates for the different works from Resourceful and Bonafide Contractors vide NIT No-001/MGP-II/2026-27 Dated-05/11/2026 Sl No 1 to 6. The Last date of Submission bid:- 17/11/2026 at 18.55 hrs. The details may be seen at the office notice board or website - www.tenders.wb.gov.in

Sd/- EXECUTIVE ASSISTANT
Magurmari-II G.P.

Office of the Dangapara Gram Panchayat
Hasanpur:Murshidabad

NOTICE INVITING e-TENDER No-01/DGP/2026-27

For and on behalf of the Executive Assistant, Dangapara Gram Panchayat invites sealed percentage rate tenders for total 7(Seven) different works. Tender documents submission up to 20/11/2026 at 18.00 Hours. Technical Bid Opening Date: 25/11/2026 at 12.00 Hours. For details pleas visit webiste https://tenders.wb.gov.in

Sd/-
Executive Assistant
Dangapara Gram Panchayat

ABRIDGED SHORT NOTICE INVITING TENDER

SNIT No. 16/EE-II/CD of 2026-27

Sealed offline tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the bonafied contractors for 2 (two) nos. works having credential of 25% and 30% of similar nature of work in last 5 (five) years, related to emergent installation of boundary pillar adjacent to Zeerut Bridge (2nd call) within KMC area and emergent protection to the left bank of river Hooghly on upstream and downstream of Raipur sluice within Budge Budge-II block for Amount Put to Tender Rs. 0.85 Lakh and Rs. 7.00 Lakh respectively. (i) Last date of application is 10.11.2026 up to 15.00 Hrs. (ii) Last date of issue of Tender Document is 10.11.2026 after 15.30 Hrs. (iii) Last date of submission Tender Document is 12.11.2026 up to 15.00 Hrs. (iv) Date of opening of Tender is on 12.11.2026 after 15.30 Hrs. For other details the website www.iwd.wb.gov.in and Office Notice Board to be followed.

Sd/-
Executive Engineer-II
Canals Division
I & W Directorate

KALEKHANTALA-II GRAM PANCHAYAT

e-Tender Kalekhantala-II Gram Panchayat NIT No.318/NIT/CFC-T/K2/26(6 NO Drain) & NIT No.319/NIT/CFC-U/K2/26 (8 Nos Solar Street Light Scheme) date 04/11/2026 Published on eNIT site on 07/11/2026 Fund:15th CFCG Tied & Untied (26-27) For Details, Please Visit www.wbtenders.gov.in

sd/-
Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat.

PILLA GRAM PANCHAYET
PURBASTHALI-II PANCHAYET SAMITY
VILL+P.O-PATULI STATION BAZAR, DIST-PURBA BARDHAMAN

e-NIT No.- 17/e-NIT/PGP/CFC/2025-26 (2 Nos Boundary Wall 15th CFC), e-NIT NO.-18/e-NIT/PGP/CFC/2025-26 [2 Nos Cover Drain 15th CFC). e-NIT No: 19/e-NIT/PGP/CFC/2026-27 (4 Nos Cover Drain 16th CFC),e-NIT No-20/e-NIT/PGP/CFC/2026-27(1 nos Concrete road 16th CFC). Published On e-NIT Site As On: 06.11.2026. For Details, Please Visit:- www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Pilla Gram Panchayet

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

e-Tender Corrigendum Notice of e-NIT- 05/BCWTD/JGM/2026-27
P.O-cum-D.W.O, B.C.W & TD, Jhargram

Tender Reference Number	work Type	End Date & Time of Submission upto
05/BCWTD/JGM/2026-27	Construction of Cement Concrete road at different places of Binpur-II Dev. Block (03 Nos)	21-Nov-2026 upto 06:00 PM

Details may be seen on website http://tenders.wb.gov.in

Sd/-
PO-cum-DWO
BCW & TD, Jhargram

Memo no.148(3)/Adv/DICO/JGM Date:06.11.26

SHORT NOTICE INVITING TENDER
TENDER NO. - WBIW/EE/DM& ED/SNIT-08/2026-27

Above mentioned Short Notice Tender (off-line) is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 1 No. Emergency Mechanical Work under this Division Last date of application of the bid: 09.11.2026 16:00 HRS. The other details may be seen from the web site https://www.iwd.wb.gov.in and also from office of the undersigned on any working days.

Sd./-Executive Engineer
Durgapur Mechanical & Electrical Division
Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte.

eNIT No-05/BUDBUD/26-27, 06/BUDBUD/26-27, 07/BUDBUD/26-27, 08/BUDBUD/26-27

Online Bids are invited from bonafide contractors For listed works under 16 th FC Tied & Untied. For details information visit tender site https://tenders.wb.gov.in

Sd/-
Prodhan
Budbud Gram Panchayat

NIMO-I GRAM PANCHAYAT

NIMO, PURBA BURDWAN e-NIT No. 24/Nimo-I/15th FC(untied)/2025-26 dt-06/11/2026

E-tender is invited by the Executive Assistant, Nimo-I Gram Panchayat for "Construction of Concrete Road at 2(Two) different places". Bid Submission End Date 14-November-2026 5:00 PM. Bid Opening Date 17-November-2026 10:30 AM. For details visit https://etender.wb.nic.in

Sd/- Executive Assistant
Nimo-I Gram Panchayat

NIT No 01/2026-27 under 15th CFC are hereby invited by Executive Assistant, Ratanpur Gram Panchayat, Onda, Bankura. For Further details please Contact GP Office

Sd/-
Executive Assistant
Ratanpur Gram Panchayat

অতিরিক্ত ৫ কেভিএ ট্রান্সফর্মার যোগানের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিআরডি/এলএমজি/৩৬ অফ ২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৪-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি -ওএইচই-এমওডি-৮০ তারিখঃ ০৪-১১-২০২৬। কাজের নামঃ লামডিং মণ্ডলের চাপরমুখ জংশন-শিলঘাট টাউনে ১০ (দশ) টি মানবনিযুক্ত নন ইন্টারলকিং লেভেল ক্রসিং গেট নং. ৬-সিএস, ৭-সিএস, ১১-সিএস, ১৩-সিএস, ১৫-সিএস, ১৬-সিএস, ২৮-সিএস, ২৯-সিএস, ৩৪-সিএস, ৪৭-সিএসে অতিরিক্ত ৫ কেভিএ ট্রান্সফর্মার যোগানের ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ৪৯,৯৬,৬১৬.৬৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯৯,৯০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No.: UKM/PWD/005(e)/2026-27dt06-11-2026

1. Supply, installation, testing and commissioning of commercial UV water purifier with SS housing, multi-stage filtration, storage, pump, tanks/reservoir and CPWD DSR-based pipeline works at 36 nos different School under Uttarpara- Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date: 23/11/2026. For Details: wbtenders.gov.in

Sd/- Administrator,
U.K. Municipality

OFFICE OF THE BARI-JAGDA GRAM PANCHAYAT
Vill & P.O.-Bari, P.S.-Boro, Dist.-Purulia, Pin-723131(W.B.)
e-TENDER No:-eNIT 01/2026-27/BJGP, dated-05/11/2026

E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Bari-Jagda Gram Panchayat from the bonafide and eligible contractor for various scheme of 15th FC 2025-26 Fund. Last date of submission of Bid(Online) 17/11/2026 3:00 PM. Opening Date of Technical Bid(Online) 19/11/2026 4:00 PM. DETAILS OF SCHEME WILL ALSO BE AVAILABLE AT GP OFFICE and OFFICE NOTICE BOARD.

Sd/- Executive Assistant
Bari-Jagda Gram Panchayat

বিবিধ টিআরডি-এর কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ AP-EL-TRD-09-26-27। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ AP-EL-TRD-09-26-27; কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে-এডিইই/টিআরডি/নিউ মাল জংশন-এর অধিক্ষেত্রে অধীনে ২ বছর (৭৩০ দিন) সময়ের জন্য ওএইচই কাম পিএসআই ডিপো ধূপগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জংশন ও নিউ মাল জংশন-এর জন্য বিবিধ টিআরডি-এর কাজ (নন-কোর অ্যাক্টিভিটি)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ২,০৮,৮১,১৮৬.৫৫ টাকা, বায়নার ধনঃ ৪,১৭,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্বস্তিক প্লাইউড লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ 'শ্যাম টাওয়ার্স', ০৩-৩১৯, ডিএইচ৬ / ১১, স্ট্রিট নং ৩১৯, অ্যাকশন এরিয়া-আইডি, কলকাতা, নিউ টাউন-৭০০১৫৬
ইমেল- compliance@swastikplywood.net ফোন ঃ +91 33 4007 4007
CIN: L20291WB1985PLC038657

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

পরিমাণ (ইপিএস ব্যতীত, লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.০৯.২০২৬ (পর্যালোচিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.০৯.২৬ (পর্যালোচিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.০৯.২৫ (পর্যালোচিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	২.৪৮	২০.৮৩	১৭.৬৮
২.	(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম) সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	০.০৩	১৫.৬৫	১০.১৭
৩.	(করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম) সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	০.০৩	১৫.৬৫	১০.১৭
৪.	(করের পরে) সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.০৩	১৫.৬৫	১০.১৭
৫.	(করের পরে) সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [(করের পরে) সময়ের জন্য লাভ /(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	০.০৩	১৫.৬৫	১০.১৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.০০	২৪.০০	২৪.০০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি মুখমূল্য ১০ /-টাকা, ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়)	(ক) মূল ০.৪৩ (খ) মিশ্র ০.৪৩	(ক) মূল ৬.১৬ (খ) মিশ্র ৬.১৬	(ক) মূল ৪.২৪ (খ) মিশ্র ৪.২৪

দ্রষ্টব্য ঃ

উপরোক্ত অংশটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য প্রস্তুতকৃত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৫।১১।২০২৬

স্বস্তিক প্লাইউড লিমিটেড পক্ষে,
মাগন লাল প্যাটেল
স্বা /-
ডব্লুটিডি এবং সিএফও
DIN: 00529999

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-AUCTION

The Executive Engineer (Civil)/Br.-IV, KMC invites e-Auction online bid system for works:

(1) e-Auction Ref. No.: KMC/EE(C)/BR-IV/021/OM/PUT1/26-27/R Name of the Work: Operation and Maintenance of Pay and Use Toilet at P45, Strand Bank Road (beside Chakra Rail Station) in Ward No.-21 under Borough-IV. Earnest Money: ₹ 15,000.00. Quarterly Reserve Price: ₹ 2,500.00.

(2) e-Auction Ref. No.: KMC/EE(C)/BR-IV/021/OM/PUT2/26-27/R Name of the Work: Operation and Maintenance of Pay and Use Toilet at 187, Maharshi Debendra Road in Ward No.-21 under Borough-IV. Earnest Money: ₹ 15,000.00. Quarterly Reserve Price: ₹ 3,500.00. Tender Type: Operation and Maintenance (For Sl. No. 1 & 2). Time of Contract for each Pay & Use Toilet: 36 months (For Sl. No. 1 & 2). Timing for participating in e-Auction for each bidder (in minutes): 5 Minutes (For Sl. No. 1 & 2). Increment at value (in Rs.): ₹ 5,000.00 (For Sl. No. 1 & 2). Annual royalty amount/Total bid value for each pay & use toilet (in Rs.): To Be Quoted (For Sl. No. 1 & 2).

Date and time schedule/Particulars date and time :

Publish date: 06.11.2026 at 5.00 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Documents submission/EMD payment start date & time: 06.11.2026 from 5.00 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Documents/EMD payment submission end date & time: 01.12.2026 till 5.00 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Documents/EMD payment approval start date & time: 07.12.2026 from 1.00 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Documents/EMD payment approval end date & time: 16.12.2026 upto 1.00 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Auction start date & time: 23.12.2026 at 10.00 a.m. (For Sl. No. 1 & 2). Auction end date & time: 23.12.2026 at 4.00 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). The Auction details will be available on and from 06.11.2026 (5.00 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2) from the website www.eauction.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites e-Auction online for following work:

NIA No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/O&M/PUT/02/2026-2027 (2nd Call) Name of the Work: Operation and Maintenance of Pay and Use Toilet situated at opposite to 256, Rash Behari Avenue (near Bhar

অফবিট

ফেলে দেওয়া সামগ্রীতে হাওড়া ব্রিজ, ইডেন, সংসদ ভবন

এবার এসি লোকাল কোচের মডেল

এ.কে. সরকার

দেখে মনে হবে মিউজিয়াম বা একিজবিশনে প্রদর্শনের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ লোকাল ট্রেনের এসি কোচের মডেল তৈরি করেছেন। বছর পেরিয়েছে, পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনে চালু হয়েছে এসি লোকাল। কিন্তু অনেক নিত্যযাত্রীরও সেই ট্রেন চাক্ষুষ করার সুযোগ হয়নি। ফেলে দেওয়া নানা সামগ্রী দিয়ে সেই ট্রেনের কামরার প্রতিরূপ তৈরি করেছেন এক তরুণ। তবে এটাই তাঁর প্রথম কাজ নয়। এর আগে ক্রিকেটের নন্দনকানন বলে খ্যাত ইডেন উদ্যান, হাওড়া ব্রিজ, ভারতের সংসদ ভবন, একাধিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মন্দির, টাইটানিক জাহাজের মডেল বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বছর একুশের তরুণ সায়ন বসাক। নানা মহলে প্রশংসিত হয়েছে তাঁর কাজ। কারণ এইসব মডেল তৈরিতে সে ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া কার্ডবোর্ড ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী। সায়ন জানাচ্ছে, শুধুই শিল্পকর্ম নয়, ফেলে দেওয়া কিন্তু পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী দিয়ে এইসব মডেল তৈরির ভাবনার পেছনে কাজ করেছে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি। পরিবেশ সাংবাদিকতার একটি বড় বিষয় হলো নানা সামগ্রীর পুনর্ব্যবহার। বিশেষ করে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে এই ভাবনা নিয়ে এখন গোটা বিশ্বজুড়ে কাজ হচ্ছে। বর্জ্যকে নতুন সামগ্রী তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করার উপায় উদ্ভাবন চলছে বিশ্বজুড়ে। সেই ভাবনা থেকেই এই তরুণ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের মডেল তৈরিতে ব্যবহার করছে পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী। পশ্চিমবঙ্গের রেলের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল শিয়ালদা রানাঘাট এর মধ্যে চলাচলকারী এসি লোকাল। দিনে সামান্য কয়েকটি লোকাল চলে বলে অনেক নিত্যযাত্রীরা এই ট্রেনটি দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এসি লোকালের কামরার ছবি সংগ্রহ থেকে শুরু করে পূর্ব রেলের ওয়েবসাইট ঘেঁটে নকশা ও পরিকল্পনা-প্রতিটি ধাপেই নিখুঁত প্রতিরূপ তৈরির চেষ্টা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের স্নাতকোত্তরের এই পড়ুয়া। রাজ্যে তিনিই সাধারণ সামগ্রী দিয়ে বাতানকূল লোকালের মডেল তৈরি করেছেন। নিত্যযাত্রী সায়নের কথায়, রেলের প্রতি ভালবাসা থেকেও এই অভিনব সৃজনশীল উদ্যোগ। ইস্টার্ন রেলের এসি ইএমইউ লোকাল ট্রেনের আদলে তৈরি ICF AC EMU Driving Trailer Coach (DTC) মডেলটি



শুধু একটি সাধারণ ট্রেনের প্রতিরূপ নয়, বরং বাস্তব ট্রেনের নকশা ও বৈশিষ্ট্য যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টার ফল। প্রায় ১:৪২ স্কেলের এই মডেলটির দৈর্ঘ্য কাপলার-সহ ১৯ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩.৫ ইঞ্চি। মডেলটির ভিতরে রয়েছে আলো, যা গোটা কাজকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই মডেল তৈরির পরিকল্পনা শুরু হয় ২০২৫-এর ১০ আগস্ট ইস্টার্ন রেলওয়ের এসি লোকাল পরিষেবা চালুর পর। পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেওয়া সহজ ছিল না। প্রথমে বিভিন্ন স্টেশনে গিয়ে ট্রেনটির ছবি সংগ্রহ করেন তিনি। পাশাপাশি পূর্ব রেলের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ছবিও খুঁটিয়ে দেখেন। ট্রেনের বাহ্যিক গঠন, জানালা, দরজা, সামনের অংশ এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে শুরু হয় মডেল তৈরির কাজ। পরিকল্পনা থেকে নির্মাণ-পুরো প্রক্রিয়ায় সময় লেগেছে প্রায় দেড় মাস। মডেলটিকে যতটা সম্ভব বাস্তব ট্রেনের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন সায়ন। শুধু বাইরের গঠন নয়, ট্রেনের ভিতরে আলোর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। প্রতিটি অংশে নিখুঁতভাবে কাজ করার চেষ্টা ছিল তাঁর। দামি রেডিমেড মডেল বা বিশেষ কোনও কিটের উপর নির্ভর না করে নিজের হাতে তৈরি করেছেন সম্পূর্ণ মডেলটি। এই মডেলের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, এটি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে ফেলে দেওয়া ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী। জামাকাপড়ের প্যাকেজিংয়ে ব্যবহৃত বোর্ড, কার্ডবোর্ড-সহ বিভিন্ন অব্যবহৃত উপকরণকে কাজে লাগিয়েছেন সায়ন। অর্থাৎ, অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীকে নতুন রূপ দিয়ে তৈরি হয়েছে ভারতীয় রেলের একটি পরিচিত ট্রেনের প্রতিরূপ। সায়নের রেলের মডেল তৈরির অভিজ্ঞতা অবশ্য নতুন নয়। এর আগে তিনি ইএমইউ লোকাল ট্রেন, আইসিএফ রেক, ডব্লুএজি-৯ এবং ডব্লুএজি-১২বি লোকোমোটিভের মডেল তৈরি করেছেন। ২০১৬ সালে ইডেন গার্ডেন্সের মডেল তৈরির মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর এই শিল্পচর্চা। তারপর থেকে টাইটানিক জাহাজ, হাওড়া ব্রিজ, ভারতীয় সংসদ ভবন, একাধিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মন্দির এবং বিশ্বকাপের মডেলও তৈরি করেছেন তিনি। ২০২১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বেঙ্গল টি-টোয়েন্টি লিগের প্রথম মরশুমের ফাইনাল ম্যাচে তাঁর তৈরি ইডেন গার্ডেন্সের মডেলটি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর তৎকালীন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেটিকে নিজের জীবনের অন্যতম গর্বের মুহূর্ত বলে মনে করেন সায়ন। পড়াশোনার পাশাপাশি সময় বের করে এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের এই শিল্পচর্চা। তাঁর তৈরি বিভিন্ন মডেলের ছবি ও ভিডিও দেখা যায় ইউটিউব চ্যানেল 'এসবিক্রিয়েটিক্যাল প্রো'-তে। সায়নের কাছে এই এসি লোকালের মডেল কেবল একটি শখের কাজ নয়, বরং বাস্তবের একটি ট্রেনকে নিজের হাতে নতুন করে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। ভবিষ্যতেও ভারতীয় রেলের আরও বিভিন্ন ট্রেন ও লোকোমোটিভের মডেল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজস্ট্রিট ক্যাম্পাসসহ শহরের ঐতিহাসিক ভবন গুলির মডেল তৈরি ও তাঁর ভাবনায় রয়েছে।

আমেরিকায় ট্রাম্পের দল ধাক্কা খেতেই ভারতের জন্য হরমুজ খুলল ইরান, লাফিয়ে বাড়ল সেনসেক্সও

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বরঃ আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে হেরেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। আর ট্রাম্পের দলের পরাজয়ের পরই ভারতের জাহাজের জন্য হরমুজ খুলে দিল ইরান। ইরানের আশ্বাস, ভারতের জাহাজ কোনও বাধা ছাড়াই হরমুজ পার হতে পারবে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কিছুটা কমল। আগামী কয়েকদিনে দাম আরও কিছুটা কমতে পারে। তারপরই সেনসেক্স লাফিয়ে বেড়েছে। বিদেশি লগ্নিকারীদের হাত ধরে একদিনে ভারতে ঢুকেছে ৯ হাজার কোটি টাকা। ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার বা এফআইআই-রা গত দু-সপ্তাহ ধরেই ভারতে টাকা ঢালা শুরু করেছে। গত দু-সপ্তাহে এফআইআই-রা কমবেশি ৪৭ হাজার কোটি টাকা ভারতে ঢেলেছে। তবে গত ৬ মাসে ভারতের মূলধনী বাজার থেকে যে লগ্নি বেরিয়ে গিয়েছে, সেটা কিন্তু বিশাল। কমবেশি ৩ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। গত দু-বছরের নিরিখে দেখলে সেটা কমবেশি ৬৪ বিলিয়ন ডলার। সেই লগ্নির একটা বড় অংশ ফিরলে তবেই শেয়ার বাজারে স্থিতাবস্থা আসবে। সেনসেক্স, নিফটি আগের মতো পারফর্ম করবে। সেটা হবে কি না, এখনই বলা সম্ভব নয়। সোনার বাজারও একটা বড় ফ্যাক্টর। সোনার দাম এদিনও কিছুটা বাড়ল। ধনতেরাসে সোনা কেনার প্ল্যান থাকলে এটা খারাপ খবর। তবে বাজারের পক্ষে ততটাও খারাপ নয়। বিশেষ করে যাঁরা সোনায় লগ্নি করে রেখেছেন, তাঁদের জন্য সুখবর তো বটেই। গত তিন- চার মাসে সোনার দাম হয়ত কমেছে, নয়তো একই জায়গায় থমকে। সেখান থেকে গত দু-দিনে দাম কিছুটা চড়েছে। এসব কি শুধু ট্রাম্পের হার বা মিড-টার্ম ফলের জোর? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তা পুরোপুরি নয়। রেকর্ড জিএসটি কালেকশন, বাম্পার কেনাকাটা, অনলাইন শপিং কোম্পানিগুলোর রেকর্ড বিক্রি। সঙ্গে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফল। সব মিলিয়ে বাজারের আর্থিক বাজারে ভরসা পাচ্ছেন লগ্নিকারীরা। সেটাই বাজারকে টেনে তুলল। মার্কিন ইলেকশন, ট্রাম্পের দলের ধাক্কা - এসবও অন্যতম ফ্যাক্টর। ট্রাম্পের ধাক্কায় ভারতের এটুকু লাভ হয়েছে, অন্তত আজকের নিরিখে বলাই যায়। গত কয়েক মাস ধরে যে লগ্নি ভারতের বাইরে গিয়েছিল, তা আবার ফিরে আসছে। এটা কতদিন চলবে, আদৌ দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। বাজার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাজারে বিদেশি লগ্নি ফেরায় ছোট এবং মাঝারি লগ্নিকারীরা কিছুটা স্বস্তি পাবেন। গত কয়েক মাসে শেয়ার বাজারে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল, তাতে ছোট লগ্নিকারীরাই মূলত সমস্যায় পড়েছিলেন। তাঁদের সেই অস্বস্তি অন্তত কিছুটা কমল। দ্বিতীয়ত, এফআইআই-রা শেয়ার বাজারে ফেরায় বেশ কিছুদিন বাজার তেজি থাকার সম্ভাবনা। অতীতে সেরকমই দেখা গিয়েছে। এই সময় ছোট ও মাঝারি লগ্নিকারীদের সামনে মুনাফার সুযোগ আসতে পারে। তিন নম্বর পয়েন্টটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হলে ছোট - বড় লগ্নিকারীরা টাকা ঢালা বাড়িয়ে দেন। যা অর্থনীতির পক্ষে ভালো। সবমিলিয়ে ট্রাম্পের যখন গলা শুকিয়ে আসছে, তখন ভারতের আর্থিক বাজারে তাজা হওয়া।



এসআইআ-এ ঠিকানা বদলালে ফর্ম ৬ নয়, জমা দিতে হবে ফর্ম ৮!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লিঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন যাঁরা বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন, তাঁদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। ঠিকানা বদলালেই নতুন ভোটার হিসেবে ফর্ম ৬ পূরণ করা যাবে না। বরং আগে থেকে যাঁদের ভোটার তালিকায় নাম ছিল, এমন কোনও ব্যক্তি বাসস্থান পরিবর্তন করলে তাঁকে জমা দিতে হবে ফর্ম ৮। ভুল ফর্ম পূরণ করে মিথ্যা ঘোষণা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির



বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা বা ফৌজদারি মামলা হতে পারে বলেও সতর্ক করেছে বম্বে হাইকোর্ট। গোয়া বেঞ্চের বিচারপতি বাল্মীকি মেনেজেস এবং বিচারপতি অমিত জামশেদকরকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণ করেছে। আদালত জানিয়েছে, ফর্ম ৬ এবং এসআইআর-এর জন্য দেওয়া প্রি-ফিল্ড এনুমারেশন ফর্মে এমন কিছু ঘোষণা করতে হয়, যা ঠিকানা পরিবর্তন করা পুরনো ভোটারের ক্ষেত্রে সত্য নয়। তাই তাঁদের দিয়ে ওই ফর্ম পূরণ করানোর অর্থ কার্যত মিথ্যা ঘোষণা দিতে বাধ্য করা আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, ফর্ম ৬ এবং ফর্ম ৮-এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। ফর্ম ৬-যাঁরা প্রথমবার ভোটার তালিকায় নাম তুলতে চান এবং আগে কোনও বিধানসভা বা লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম নেই, তাঁদের জন্য এই ফর্ম। আর ফর্ম ৮-যাঁদের নাম আগে থেকেই ভোটার তালিকায় রয়েছে, কিন্তু বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে ঠিকানা বদল করতে চান, তাঁদের জন্য এই ফর্ম। বিচারপতিদের বক্তব্য, কোনও পুরনো ভোটার যদি ঠিকানা পরিবর্তনের পর ফর্ম ৬ পূরণ করেন, তা হলে তাঁকে ঘোষণা করতে হবে যে এর আগে কোনও ভোটার তালিকাতেই তাঁর নাম ছিল না। অথচ বাস্তবে তাঁর নাম আগে থেকেই ভোটার তালিকায় রয়েছে। ফলে এই ঘোষণা মিথ্যা হবে। একই সমস্যা রয়েছে এসআইআর-এর প্রি-ফিল্ড এনুমারেশন ফর্মেও। কারণ, ওই ফর্মে ভোটারকে ঘোষণা করতে হয় যে তিনি ফর্মে উল্লেখ করা আগের ঠিকানাতেই বসবাস করছেন। কিন্তু যিনি ইতিমধ্যে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, তাঁর পক্ষে এই ঘোষণা করাও সম্ভব নয়। আদালত জানিয়েছে, এই ধরনের ভুল বা মিথ্যা ঘোষণা করলে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৩১ নম্বর ধারায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

পর্যটক সেজে পাকিস্তানে স্কুবা ডাইভিংয়ের আড়ালে ট্রেনিং নিচ্ছে জইশ জঙ্গিরা! ফের সমুদ্রপথে হামলার ছক?

সংবাদ সংস্থা, ইসালামাবাদ, ৬ নভেম্বরঃ পাকিস্তানের মদতে ফের সমুদ্রপথে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার ছক কষছে জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা! গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত চাঞ্চল্যকর তথ্যে জানা গেছে, করাচি থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ 'চার্ন আইল্যান্ড'-এ স্কুবা ডাইভিং ও ওয়াটার স্পোর্টসের আড়ালে লস্কর জঙ্গিদের জলপথে হামলার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পর্যটকদের ছদ্মবেশে লস্করের এই ক্যাডারদের কমব্যাট সুইমিং, স্কুবা ডাইভিং এবং জলের নীচে বিভিন্ন বিপজ্জনক অভিযানের ট্রেনিং চলছে। গোয়েন্দা সংস্থার ভাষায় লস্করের এই জলপথের উইংটি দাওয়া মেরিন উইং বা সদা-ই-হুরিয়ত নামে পরিচিত। পাকিস্তান মার কাজী মুসলিম লিগ- যা মূলত লস্করেরই এক রাজনৈতিক ও ছায়া সংগঠন, তাদের সদস্যরাই প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছে। ২০০৮ সালের ২৬১১ মুম্বই হামলায় লস্কর জঙ্গিরা জলপথেই প্রবেশ করেছিল। সেই পথ অনুসরণ করে এবার আরও বড় মাপের জলপথের হামলার পরিকল্পনা চালানো হচ্ছে বলে অনুমান। তবে ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছে এবং সমুদ্রপথের যে কোনও হামলা মোকাবিলায় প্রস্তুতি জোরদার করেছে। জঙ্গি নিয়োগ ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কাশ্মীরি যুবকদের উস্কানি দেওয়ার এক ব। লস্কর মডিউলের সন্ধান পাওয়ার পর শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়েছে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কাশ্মীর। শ্রীনগর, বুদগাম, বিজবেহারা, অনন্তনাগের মাতান এবং পুলওয়ামার একাধিক বিতর্কিত ডেরায় তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন আপত্তিজনক নথি ও ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তে জানা গেছে, ২২ বছর বয়সী স্নাতক মহম্মদ ইয়াসিন মীরের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। তার মা তবাসুম শাহিন একজন পাকিস্তানি নাগরিক, যিনি গত বছরের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানে যান এবং আর ফিরে আসেননি। তিনি পাক ভূখণ্ডে বসেই ছেলের সঙ্গে টানা যোগাযোগ রেখে জঙ্গি চক্র সক্রিয় রাখছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের মে মাসে ভারত পরিচালিত 'অপারেশন সিঁদুর'-এ পাকিস্তানের মুরিদকেতে লস্করের মূল সদর দফতর ও নিয়ন্ত্রণরেখার পাশের একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি নিখুঁত মিসাইল হামলায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকেই নানাভাবে নিজেদের মডিউল সজাগ রাখার চেষ্টা করছে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলি।

বনাধিকার আইন কার্যকরের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি বনাধিকার গ্রাম সভা মোর্চার

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৬ নভেম্বরঃ বেলপাহাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভার আগে বনাধিকার আইন, ২০০৬ কার্যকরের দাবিতে তাঁকে



স্মারকলিপি পাঠাল বনাধিকার গ্রাম সভা মোর্চা, ঝাড়গ্রাম। আগামী ১৫ নভেম্বর ভগবান বীরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে বেলপাহাড়ি ব্লকের সাহাড়ি মাঠে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে বননির্ভর আদিবাসী ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ছ'দফা স্মারকলিপি পাঠানোর ঘটনাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। শুক্রবার নয়াগ্রাম ব্লকের খড়িকামাথানি বিধায়ক কার্যালয়ে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক অমিয় কিস্কুর হাতে স্মারকলিপিটি তুলে দেন মোর্চার ২০ জনের প্রতিনিধি দল। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। মোর্চার বক্তব্য, ১৫ নভেম্বর বীরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর উলগুলান ছিল আদিবাসীদের জল, জঙ্গল, জমি এবং নিজস্ব অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই। তাই বনাধিকার আইন কার্যকর করে বননির্ভর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই বীরসার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব বলে মনে করছে সংগঠনটি।স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালে বনাধিকার আইন চালু হলেও ঝাড়গ্রাম জেলার বহু বনবাসী এখনও তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। গত ছয় বছর ধরে আইনটি কার্যকর করার দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে মোর্চা। নয়াগ্রামের কলমাপুখুরিয়া পশ্চিম ও খাসজঙ্গল নলদাম গ্রামের ৫১ জন বনবাসী গত ৩ অক্টোবর জমির অধিকারপত্র বা রেকর্ড অফ রাইটস পেলেও তাতে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে বলে অভিযোগ। বিশেষত, স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে অধিকারপত্র না পাওয়া এবং জমির পরিমাণ নির্ধারণে সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সংগঠনটি। ছ'দফা দাবির মধ্যে রয়েছে প্রতিটি পরম্পরাগত বনবাসী গ্রামে পৃথক গ্রামসভা গঠন ও সরকারি স্বীকৃতি, ব্যক্তিগত বনাধিকার বা আইএফআর দাবির দ্রুত নিষ্পত্তি, স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে অধিকারপত্র প্রদান, সামূহিক অধিকার (সিআর) এবং সামূহিক বনসম্পদ এলাকার অধিকার (সিএফআর) স্বীকৃতি। পাশাপাশি রাজ্য, জেলা ও মহকুমা স্তরের বনাধিকার কমিটিগুলিকে সক্রিয় করা, স্থানীয় ভাষায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধা বনবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মোর্চার সম্পাদক বাবুলাল প্রামাণিক, সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ হাঁসদা, পরিচালক ঝর্ণা আচার্য, নয়াগ্রাম ব্লক কমিটির সভাপতি বাপী সরেন, সহ-সম্পাদক মন্টু মুর্মু ও তপন সিং এবং আইনি উপদেষ্টা আইনজীবী শান্তনু চক্রবর্তী-সহ অন্য সদস্যেরা।

ত্রিশূরের মেয়ের হাতে বদলাচ্ছে আমেরিকা, লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র হলেন নিত্যা রমন

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বরঃ আমেরিকায় এখন বইছে বদলের হাওয়া। মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেয়েছে ট্রাম্পের দল। সেনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ- দুই কক্ষেরই দখল নিয়েছে ডেমোক্র্যাটরা। এবার আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, লস অ্যাঞ্জেলেসেও বড় রাজনৈতিক পালাবদল। বর্তমান মেয়র ক্যারেন বাসকে হারিয়ে মেয়র নির্বাচনে বিরাট জয় পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিত্যা রমন। ৪৫ বছরের নিত্যা রমন ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার সমর্থন পেয়েছিলেন। তাঁর এই জয় মার্কিন রাজনীতিতে ডেমোক্র্যাটিক নেতাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ইঙ্গিত বলেই মনে করা হচ্ছে। আমেরিকায় মেয়র পদে দক্ষিণ এশীয় ব্যক্তি? এক বছর আগেও এটা অসম্ভব ছিল। তবে জোহরান মামদানি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। নিউইয়র্কের মেয়র হয়েছেন তিনি। এবার নজির গড়লেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিত্যা রমন। লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র নির্বাচিত হলেন তিনি। লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র নির্বাচনে নিত্যা রমন শহরের নাগরিক পরিষেবা উন্নত করা, গৃহহীন মানুষের সমস্যা মোকাবিলা এবং পুলিশ ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচার করেছিলেন। দলের প্রচলিত নেতৃত্বের বাইরে গিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্যও পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। কেরলে শিকড় নিত্যা রমনের। তাঁর জন্ম কেরলের ত্রিশূরে। মা-বাবা এখানেই কাজ করতেন, তাই কিছুটা বেড়ে ওঠাও এই দেশে। বাবা উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাড়ি দেওয়ায় মাত্র ছয় বছর বয়সে ভারত ছাড়তে হয় নিত্যাকেও। তবে এখনও তিনি মালয়লম ভাষা স্পষ্ট বোঝেন। ২০১৯ সালেও বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কেরলে এসেছিলেন নিত্যা। নিত্যার মেয়র পদে লড়াইও প্রথম থেকে নিশ্চিত ছিল না। বরং শুরুতে তিনি বর্তমান মেয়র ক্যারেন বাসকেই সমর্থন করেছিলেন। একসময় দু'জন রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠও ছিলেন। কিন্তু মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ সময়ের ঠিক আগে রমন নিজেই প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা করেন। তাঁর দাবি ছিল, লস অ্যাঞ্জেলেস এখন এমন এক পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে, যেখানে



পরিবর্তন জরুরি। শেষ পর্যন্ত সেই লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিলেন রমন। ফল প্রকাশের পর পরাজয় মেনে নিয়ে ক্যারেন বাস জানান, তিনি রমনকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বলেন, ফলাফল প্রত্যাশামতো হয়নি। তবে লস অ্যাঞ্জেলেসের মানুষ তাঁদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, তা নিশ্চিত করতে কাজ করব। ক্যারেন বাসের এই পরাজয়ও লস অ্যাঞ্জেলেসের রাজনীতিতে নজিরবিহীন। গত দুই দশকে তিনিই প্রথম মেয়র, যিনি পুনর্নির্বাচনে হেরে গেলেন। তাঁর প্রথম মেয়াদ চলাকালীন ভয়াবহ পালিসেডস অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেই সময় মেয়র বিদেশে ছিলেন এবং শহরের দমকল বিভাগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত ছিল না বলে অভিযোগ ওঠে। আগুনে বহু বাড়ি ধ্বংস হয় এবং বহু মানুষ ঘরছাড়া হন। এই ঘটনার মোকাবিলা নিয়ে মেয়রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে। লস অ্যাঞ্জেলেসে দীর্ঘদিনের অন্যতম বড় সমস্যা গৃহহীন মানুষের সংখ্যা। এই সমস্যা মোকাবিলায় বর্তমান মেয়রের নীতির সমালোচনা করে নিত্যা রমন নতুন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। প্রচার ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে তিনি জানিয়েছেন, রাস্তায় থাকা মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে আরও মেডিক্যাল আউটরিচ টিম তৈরি করা হবে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি করে ধীরে ধীরে স্থায়ী আবাসনে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া গৃহহীন মানুষদের থাকার জন্য হোটেলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে, আরও বেশি বাড়ি ও আবাসনের ব্যবস্থা করার কথাও বলেছেন তিনি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত নতুন মেয়রের দাবি, তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর হলে ২০২৮ সালের মধ্যে রাস্তায় তাঁবু বা অস্থায়ী ক্যাম্পে থাকা মানুষের সংখ্যা অন্তত অর্ধেক কমানো সম্ভব। প্রসঙ্গত, ওই বছরই লস অ্যাঞ্জেলেসে অলিম্পিক আয়োজন হওয়ার কথা। শুধু গৃহহীন সমস্যা নয়, এছাড়া শহরের ভাঙাচোরা রাস্তা, নষ্ট ফুটপাত এবং কাজ না করা স্ট্রিটলাইটের মতো নাগরিক সমস্যাগুলিও দ্রুত সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। পুলিশ ব্যবস্থাতেও পরিবর্তনের কথা বলেছেন রমন। ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতিশীল বলে মনে করা পুলিশ প্রধানকে সরানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

CHANGE OF NAME

I, MITHU DUTTA, W/O- PRASANTA DUTTA, resident of Vill-Chakshanjadi, P.O. -Chakshanjadi, P.S. -Jamalpur, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713124, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MITHURANI DUTTA in all purpose Vide Affidavit No-162 Dated-06/11/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That MITHU DUTTA and MITHURANI DUTTA both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NIJAMUDDIN MONDAL, S/O-MOSTAFA MANDAL @ MUSTAFA, resident of Ulai, Pearberia, Sonamukhi, Dist.-Bankura, West Bengal, PIN-722208, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as NIJAM MONDAL in all purpose Vide Affidavit No-161 Dated-06/11/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That NIJAMUDDIN MONDAL and NIJAM MONDAL both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Saheb Ali (Old Name) S/O–Ohab Sk residing at Banamalipur, Talgram , Bharatpur , Dist-Murshidabad, West Bengal 742301 do hereby declared that I have changed my name from Md Saheb Ali to Saheb Ali Sekh and henceforth I shall be known as Saheb Ali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/11/2026 . My name Saheb Ali Sekh & Md Saheb Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mosuda Bibi (Old Name) W/O–Abul Kasem Sk residing at Vill-Bhangapara , PO & PS-Saktipur, Dist-Murshidabad, West Bengal 742163 do hereby declared that I have changed my name from Mosuda Bibi to Masuda Bibi and henceforth I shall be known as Masuda Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/11/2026 . My name Masuda Bibi & Mosuda Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sudhir Biswas (Old Name) S/o Late Nagendra Munda Residing at Vill. & P.O.-Durgapur, P.S.-Gopalnagar, Dist.-North 24 Parganas Pin-743701 West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sudhir Biswas (Old Name) to Sushanta Munda (New Name) and henceforth I shall be known as Sushanta Munda (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 14064 Sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on Dated 07-09-2026. Sudhir Biswas (Old Name) and

সুরক্ষা ও পরিকাঠামো পর্যালোচনা করতে কামাখ্যা-নিউ বঙাইগাঁও সেকশন পরিদর্শন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার বিবেক খারের

মালিগাঁও, ৬ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের



পর, শ্রী বিবেক খারে রেলওয়ে পরিকাঠামোর সুরক্ষা, পরিচালনগত দক্ষতা এবং সামগ্রিক অবস্থা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে ৫ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে কামাখ্যা - নিউ বঙাইগাঁও সেকশন পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের সময়, জেনারেল ম্যানেজার আইকনিক সরাইঘাট ব্রিজ পরিদর্শন করেন এবং রেলওয়ে লাইন, সম্পদ ও অন্যান্য পরিকাঠামোর অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য কামাখ্যা থেকে নিউ বঙাইগাঁও পর্যন্ত উইন্ডো-ট্রেইলিং পরিদর্শন করেন। সুরক্ষা মানদণ্ড, রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং পরিচালনগত প্রস্তুতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিবেক খারে এই সেকশনে অবস্থিত লেভেল ক্রসিং গেট নং এসকে-১২, এসকে-২২ এবং ব্রিজ নং. ৪৬৭ (বেকি নদী) পরিদর্শন করেন, যাতে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের স্থিতি, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিচালনগত প্রস্তুতির মূল্যায়ন করা যায়। এই পরিদর্শনের লক্ষ্য ছিল রেলওয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলির ধারাবাহিক নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা, যাতে ট্রেন চলাচল সুরক্ষিত, দক্ষ ও নিরবচ্ছিন্ন থাকে। নলবারী রেলওয়ে স্টেশনে, জেনারেল ম্যানেজার পরিচালনগত সুরক্ষা এবং স্টেশন পরিকাঠামোর অবস্থা যাচাই করার জন্য পয়েন্ট ও ক্রসিংগুলির পরিদর্শন করেন। তিনি 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর আওতায় চলমান স্টেশন পুনর্বিকাশ কাজগুলিও পর্যালোচনা করেন এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, পরিষেবার মান উন্নত করা এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরও ভালো করে তোলা। নিউ বঙাইগাঁও-এ বিবেক খারে পিট লাইন সুযোগ-সুবিধাগুলির পরিদর্শন করেন। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো, যা কোচগুলি পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়, যাতে সেগুলি পরিষেবার জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত ও প্রস্তুত থাকে। তিনি নিউ বঙাইগাঁও-এ সংস্কারকৃত 'ক্রু লবি'-রও উদ্বোধন করেন। এই লবিটি ট্রেন পরিচালনকারী কর্মীদের কর্মসংক্রান্ত প্রয়োজন মেটানো, উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরও ভালো সমন্বয় সাধনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে, যা সামগ্রিক পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এই পরিদর্শনটি রেল পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, সুরক্ষা মানদণ্ড উন্নত করা, পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং যাত্রী ও রেলকর্মী-উভয়ের জন্যই উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিরন্তর অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

সাফাই কর্মীদের পা ধুইয়ে জন্মদিন পালন মন্ত্রী মৌমিতার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ নভেম্বর ঃ জন্মদিনের আড়ম্বর নয়, সমাজের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় নিয়োজিত কর্মীদের সম্মান জানিয়ে ব্যতিক্রমী উদ্যোগে নিজের জন্মদিন পালন করলেন রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রী তথা বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। শুক্রবার, ৬ নভেম্বর, তার জন্মদিন উপলক্ষে বর্ধমানের টাউন হলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে আয়োজিত হয় বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সেখানে শহর বর্ধমানের ৪৯ জন পৌর সাফাই কর্মীকে সম্মানিত করেন বিধায়িকা। তবে শুধু সংবর্ধনা নয়, সাফাই কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তাদের পাদ্যপূজন করেন তিনি। কাঁসার থালায় কর্মীদের পা রেখে নিজের হাতে জল দিয়ে পা ধুয়ে ও মুছে দেন মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। পাশাপাশি ধনতেরাস উপলক্ষে প্রত্যেকের হাতে বাসনপত্র উপহার তুলে দেন তিনি। এই অভিনব উদ্যোগে অনুষ্ঠানে তৈরি হয় আবেগঘন পরিবেশ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা বলেন, যেদিন থেকে আমি প্রচারে নেমেছিলাম, সেদিন থেকেই বলে এসেছি, শহর বর্ধমানে জমে থাকা নোংরা-আবর্জনা পরিস্কার করাই আমার অন্যতম লক্ষ্য। 'গ্রিন বর্ধমান, ক্লিন বর্ধমান'-এটাই ছিল আমার মূলব্রত এবং এখনও রয়েছে। তিনি



আরও বলেন, শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার পিছনে সাফাই কর্মীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোদ, জল, ঝড় উপেক্ষা করে এই কর্মীরা প্রতিদিন নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের জন্য সামান্য কিছু করতে পারাও তাঁর কাছে আশীর্বাদের সমান। বিধায়িকার কথায়, এই মা-বোনেরা, ভাই-দাদারা নিজেদের অন্যান্য কাজকর্মের পাশাপাশি প্রতিকূল আবহাওয়াতেও শহর পরিস্কার রাখার দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের জন্য যদি আমি সামান্যও সেবা করতে পারি, তাহলে সেটাই আমার কাছে আশীর্বাদ হিসেবে বর্ষিত হবে। এদিন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ফাউন্ডেশনের অন্যতম সদস্য সুধীর রঞ্জন সাউ ওরফে যোগুও এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সমাজের জন্য যাঁরা কাজ করেন, মানুষের পাশে যাঁরা দাঁড়ান, তাঁরাই আসল ভিআইপি। তাঁর আরও বক্তব্য, মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র সবসময় মানুষের কথা ভাবেন এবং মানুষের জন্য কাজ করেন। জন্মদিনের মতো ব্যক্তিগত একটি বিশেষ দিনকে সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অথচ অনেক সময় উপেক্ষিত অংশের কর্মীদের সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে পালন করায় এই আয়োজন আলাদা তাৎপর্য পেয়েছে। শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে যাঁরা প্রতিদিন নিরলস পরিশ্রম করেন, তাদের সামাজিক মর্যাদা ও অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার এই উদ্যোগ বর্ধমান শহরে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।

মেট্রো রেলে পেনশনভোগীদের জন্য ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ক্যাম্পের আয়োজন

কলকাতা, ৬ নভেম্বর ঃ কলকাতা মেট্রো রেল আজ, অর্থাৎ ০৬.১১.২০২৬ তারিখে, টানা তৃতীয় দিনের মতো পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের বার্ষিক 'লাইফ সার্টিফিকেট' (জীবন প্রমাণপত্র) জমা দেওয়ার সুবিধার্থে একটি 'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ক্যাম্প'-এর আয়োজন করেছে। মেট্রো রেল ভবনে আয়োজিত এই ক্যাম্পে বহু পেনশনভোগী প্রয়োজনীয় নথিপত্র-যেমন আধার কার্ড, পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (পিপিও), ব্যাংক পাসবুক / পেনশন অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং আধার ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল ফোন-নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। মেট্রো রেলের আধিকারিকরা পেনশনভোগীদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট তৈরি ও জমা দেওয়ার কাজে সহায়তা করেন। এছাড়া, প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য ব্যাংকের আধিকারিকরাও এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। পেনশনভোগীরা মেট্রো রেলের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এবং পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও ঝামেলামুক্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আজকের ক্যাম্পে পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। তাঁদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখার সুবিধার্থে রক্তচাপ পরিমাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা এবং ইসিজি -এর মতো প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের আরও সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে, আগামী ১৮.১১.২০২৬ (বুধবার), ১৯.১১.২০২৬ (বৃহস্পতিবার) এবং ২০.১১.২০২৬ (শুক্রবার) তারিখেও মেট্রো রেল ভবনে একই ধরনের ক্যাম্প আয়োজন করা হবে। যেসব পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগী এই ক্যাম্পগুলোতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের আধার কার্ড, পিপিও, ব্যাংক পাসবুকপেনশন অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং আধার ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে আসার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বার্ষিক লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হলো ৩০.১১.২০২৬। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ সকল পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তাঁদের লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
শিপ্রা রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ **সন্দীপ কুমার ভট্টাচার্য্য**
ঠিকানাঃ **Flat no.3A, 92 Bidhan pally, P.O. Garia, P.S. Basdroni, Kolkata- 700084**
গ্রহীতাঃ **শিপ্রা রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **0564/2025** নং বহি _____ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **3791/25, 23.09.2025**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/10447**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-27, জে.এল. নং 7,Plot No.- R.S-1784/3177, LR-1304, Khatian no. R.S-7016/2, L.R-2707, 2708, 2709, 2710, 2711,2712, 2713, Area 2.5 katha.
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **শিপ্রা রায়**
স্বামীঃ নবকৃষ্ণ রায়
ঠিকানাঃ গ্রাঃ- পুরাতন পাণ্ডা পাড়া, পোঃ-পাণ্ডা পাড়া কালীবাড়ি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১৩২

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
বিশ্বনাথ দেব অধিকারী
আমোক্তারনামা দাতাঃ **সন্দীপ কুমার ভট্টাচার্য্য**
ঠিকানাঃ **Flat no.92, Bidhan pally, P.O. Garia, P.S. Basdroni, Kolkata- 700084**
গ্রহীতাঃ **বিশ্বনাথ দেব অধিকারী**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **0564/2025** নং বহি _____ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-3794/25, 23.09.2025**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/10447/26**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-27, জে.এল. নং 7,Plot No.-7 R.S- 1784/3177, LR-1304, Khatian no. R.S-7016/2, L.R- 2707, 2708, 2709, 2710, 2711,2712, 2713, Area 2.03 katha.
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **বিশ্বনাথ দেব অধিকারী**
পিতাঃ মৃত হরেন্দ্রনাথ দেব অধিকারী
ঠিকানাঃ গ্রাঃ +পো- হেমকুমারী (অধিকার পাড়া) থানা- হলদিবাড়ি, জেলা- কোচবিহার, পিন-৭৩৫১২২

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
সবিনয় রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ **সন্দীপ কুমার ভট্টাচার্য্য**
ঠিকানাঃ **Flat no.3A, 92 Bidhan pally, P.O. Garia, P.S. Basdroni, Kolkata- 700084**
গ্রহীতাঃ **সবিনয় রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **0564/2025** নং বহি _____ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **3790/25, 23.09.2025**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/10450/26**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-27, জে.এল. নং 7,Plot No.- R.S-1784/3177, LR-1304, Khatian no. R.S-7016/2, L.R-2707, 2708, 2709, 2710, 2711,2712, 2713, Area 2 katha.
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **সবিনয় রায়**
পিতাঃ মৃত জীতেন রায়
ঠিকানাঃ গ্রাঃ- পুরাতন পাণ্ডা পাড়া, পোঃ-পাণ্ডা পাড়া কালীবাড়ি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১৩২

NOTICE INVITING E-TENDER
eTender Reference/ e-NIT No.:- **01/2026-27 - (4 No), 02/2026-27 - (4 No), 03/2026-27 - (5 No), 04/2026-27 - (5 No), 05/2026-27 - (5 No), & 06/2026-27 - (3 No),**
Dt. 04/11/2026 of schemes are hereby invited.
Last date for submission of bid is on 23/11/2026 upto 11.00 AM. For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**
Sd/-
Executive Assistant
Panchra Gram Panchayat

e-Tender Jahannagar Gram Panchayat NIT No. 185/JGP/NIT/15th CFC/2026 dated 06/11/2026 pubilished on eNIT site on 07/11/2026 Fund: 16th CFC (2026-27) for Details Visit **www.wbtenders.gov.in**
sd/-
Executive Assistant (In-Charge) Jahannagar Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং.: ডব্লু_এলএলএইচ_১২_ ২০২৬-২৭ তারিখ : ০৩.১১.২০২৬ ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ কর্তৃক যোগ্য ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে : **কাজের নাম :** আরএসপি পিবি দফা দফা নং. ৮৬২ অফ ২০২৬-২৭-এর প্রেক্ষিতে কোচ প্রতি ৯২৬৩০ টাকা হারে ১০০০০ এলএইচবি ধরনের ইওজি/এইচওজি কোচসমূহ এবং পাওয়ার কারের বিদ্যমান লুপিং ব্যবস্থার পরিবর্তে এমপিসিবি/এমসিবি ইনপুট-এ একক সংযোগ ব্যবস্থা (সিঙ্গল কানেকশন অ্যারেঞ্জমেন্ট): পূর্ব রেলওয়ের ৪৭০টি কোচ, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়াতে; **কাজের আনুমানিক মূল্য :** ৪,১২,৭১,৬১৪.৩৫ টাকা; **বায়না অর্থ :** ৮,২৫,৪০০.০০ টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৬.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টোয়; যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের বিশদ জানা যাবে : www.ireps.gov.in
(MISC-258/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার সিডিও, সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। যোগ্য টেন্ডারদাতাদের নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে এই টেন্ডারের জন্য আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিস্তারিত জানতে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোডকৃত টেন্ডার নথি পড়তে হবে। ক্র.নং.ঃ ১। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসআরসি-সি-পাইপলাইন-ডিটি-০৬১১২৬।** **কাজের নামঃ** সাঁতরাগাছিঃ সাঁতরাগাছি কোচিং ডিপোতে আনুষঙ্গিক কাজ সহ দ্রুত কাপলিং ব্যবস্থা সহ ৪ কিমি দৈর্ঘ্যের কমপ্রেসড নিউম্যাটিক পাইপলাইনের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,০০,৭৩,৭৭২.৮০ টাকা (সকল চার্জ সহিত)। **বায়নামূল্য জমাঃ** ২,০১,৫০০ টাকা। ক্র.নং.ঃ ২। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ পিডিপিকে-সি-পিপি-ডিটি-০৬১১২৬।** **কাজের নামঃ** পদ্মপুকুরঃ পদ্মপুকুর কোচিং ডিপোতে আনুষঙ্গিক কাজ সহ দ্রুত কাপলিং ব্যবস্থা সহ ৩ কিমি দৈর্ঘ্যের কমপ্রেসড নিউম্যাটিক পাইপলাইনের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭৬,০১,০৭৬.৯১ টাকা (জিএসটি সহিত)। **বায়নামূল্য জমাঃ** ১,৫২,০০০ টাকা। ক্র.নং.ঃ ৩। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসআরসি-সি-কিউডব্লুএস-ডিটি-০৭১১২৬।** **কাজের নামঃ** সাঁতরাগাছিঃ সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশনে ক্যুইক কোচ ওয়াটারিং সিস্টেম স্থাপন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮,৯৬,৬৮,৬৮৮.৭৬ টাকা (সকল চার্জ সহিত)। **বায়নামূল্য জমাঃ** ১৭,৯৩,৪০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ৩০.১১.২০২৬ বেলা ১১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১-এর জন্য), ৩০.১১.২০২৬ বেলা ১২.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ২-এর জন্য), এবং ০১.১২.২০২৬ বেলা ১১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **(PR-984)**

পূর্ব রেলওয়ে

ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/ইঞ্জিনিয়ার/গতি শক্তি ইউনিট, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকট, পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন, তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ই-টেন্ডার নং. ০৫_২০২৬-২৭; কাজের বিবরণ :** ট্রিপ লোকো শেড ও ইলেকট্রিক লোকো শেড, বামনগাছি, হাওড়াতে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভগুলির পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ট্রিপ রক্ষণাবেক্ষণ/উন্নত পরিদর্শন কেন্দ্র স্থাপন; **আনুমানিক মূল্য :** ৬,৯৩,২৩,১০৯.৬৪ টাকা; **বায়না অর্থ :** ১৩,৮৬,৫০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০১.১২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। www.ireps.gov.in. ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতেঅনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান; ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য :** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এর আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।
(HWH-432/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the
Bagnan-I Gram Panchayat
Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan * Howrah
Notice Inviting e-Tender (1st CALL): WB/HOW/BAGI GP/NIET-05/15th FC/26-27, Dt. 04/11/2026
For and on behalf of the Bagnan I Gram Panchayat, The Pradhan , Bagnan-I gram Panchayat invites Percentage Rate tenders through e-tendering for total 4(Four) Nos. different works. Bid Submission End Date **18/11/2026 at 06.00 pm**. Bid Opening Date (Technical) **21/11/2026 11.00 A.M.** For details visit office of the undersigned or website **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Executive Assistant
Bagnan-I Gram Panchayat

Press Notice
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICR
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.
Memo. No. 3078/BDO/JLD-II **Dated: 06/11/2026**
Notice
Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: NIeT No.-10(e)/BDO/JLD-II/2026-27 dt.06.11.2026, for 27 nos. scheme **(Tender ID 2026_DM_5084476_1 to 2026_DM_5084476_27)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is **16.11.2026 up to 6-00 pm** respectively.
Details may be obtained from website: **https://tenders.wb.gov.in.**
S/d-
Block Development Officer
Jhalda II Development Block

Office Of the Block Development Officer
Purbasthali-I Development Block
Srirampur, Purba Bardhaman
NOTICE INVITING TENDER
1. e-Tender Reference No- P-I/62/3144/BDO/SSM/2026-27, Dated-04/11/2026
Tender ID: 2026 _ZPHD _5080248_ 1 28 has been floated REPAIRING OF BOYES TOILET AT DIFFERENT SCHOOL UNDER PURBASTHALI-I DEV.BLOCK.
1. e-Tender Reference No-P-I/63/1504/EO/16th F.C/2026-27, Dated-05/11/2026 Tender ID: 2026_ZPHD_5083961_1 11 has been floated 11 nos. scheme 16th FC (2026-27) UNDER PURBASTHALI-I DEV.BLOCK.
Look for detail you may visit www.tenders.wb.gov.in and office notice board.
Sd/- B.D.O/E.O
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purba Bardhaman.

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
(CIN : L65993WB1974PLC157598)
রেজি. অফিসঃ আজিমগঞ্জ হাউস, ৭, ক্যামাক স্ট্রিট, ইউনিট নং ৩বি, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৮২-৫৫১৩,
ই-মেইলঃ **kilgroup2010@gmail.com** ওয়েবসাইটঃ **www.kabirdasinvestmentslimited.com**
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে			অর্ধবর্ষ শেষে		বর্ষ শেষে
		৩০।৯।২৬ অনিরীক্ষিত	৩০।৬।২৬ অনিরীক্ষিত	৩০।৯।২৫ অনিরীক্ষিত	৩০।৯।২৬ অনিরীক্ষিত	৩০।৯।২৫ অনিরীক্ষিত	৩১।৩।২৬ পরীক্ষিত
১।	রাজস্ব থেকে আয়	৯.৮৪	২.৬২	১৮.৭৯	১২.৪৬	২৫.৮১	৪৭.৩৮
২।	অন্যান্য আয়	-	২.১২	-	৫.৫১	-	১.৩০
৩।	মোট আয়	৯.৮৪	৪.৭৪	১৮.৭৯	১৭.৯৭	২৫.৮১	৪৮.৬৬
৪।	মোট পরিচালন ব্যয়	৫৪.৬০	৪২.০৬	৪৬.৬৬	৯৬.৬৯	৯২.৯১	২০৭.৯২
৫।	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে,ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম #)	(৪৪.৭৭)	(৩৭.৩৪)	(২৭.৮৭)	(৭৮.৭২)	(৬৭.১০)	(১৫৯.২৪)
৬।	ট্যাক্স পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ এবং/ অথবা অতি-সাধারণ আইটেম পরে #)	(৪৪.৫৯)	(৩৭.৬২)	(২৭.৭৫)	(৭৮.৮২)	(৬৬.৯১)	(১৬১.০৭)
৭।	মেয়াদ / বছরের জন্য মোট বিস্তৃত আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	১৭.৭০	২০১.৪৬	(৮৪.৭১)	২১৯.১৬	১৮৬.১৭	(১২১.৭৪)
৮।	ইক্যুটি শেয়ার মূলধন (১টাকা প্রতি)	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭
৯।	অন্যান্য ইক্যুটি						৩,৩৩৭.১৭
১০।	শেয়ার প্রতি আয় (১টাকা প্রতি) (বার্ষিকীনহে)						
	মূল	(১.১৩)	(০.৯৫)	(০.৭০)	(১.৯৯)	(১.৬৯)	(৪.৬৭)
	মিশ্র	(১.১

বাবা সেহওয়াগের মেজাজেই দুরন্ত আর্যবীর!

নেপালকে হেলায় উড়িয়ে যুব এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করল ভারত

সংবাদ সংস্থা, ওমান, ৬ নভেম্বরঃ একেবারে বাপের মেজাজ! ব্যাটে সেই চেনা দাপট। বীরেন্দ্র শেহওয়াগ-পুত্র আর্যবীরের বিধ্বংসী ৭০ রানের অপরাজিত



ইনিংস ও অধিনায়ক লক্ষ্য রাইচন্দানির যোগ্য সঙ্গতে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেই নেপালকে ১০ উইকেটে গুঁড়িয়ে দিল ভারত। শুক্রবার ওমানের আল আমিরাত ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মাত্র ১৯.১ ওভারেই ১২৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা পার। রবিবার সামনে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। তার আগে এই দাপুটে জয়ে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ভারতীয় শিবির। ওমানের পিচে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক। নেপালকে ১২৮ রানে বেঁধে ফেলার পর রান তাড়া করতে নেমে কোনও ভুল করেনি ওপেনিং জুটি। বাবার মতোই প্রথম বল থেকে নির্দয় আর্যবীর! ৫২ বলে অপরাজিত ৭০। ইনিংসে ৭টি বাউন্ডারি ও ৪টি পেল্লায় ছক্কা। বিনু মাঁক। ট্রফিতে ১৭৩ রানের দুরন্ত ইনিংসের পর আন্তর্জাতিক মঞ্চেও স্বমহিমায় ১৯ বছরের তরুণ। অন্যদিকে, ক্রিজে ধীরস্থির লক্ষ্য। ৬৩ বলে ৫৩ রানে অপরাজিত ভারত অধিনায়ক। ১২৯ রানের ওপেনিং জুটিতেই আত্মসমর্পণ নেপালি বোলারদের। যদিও জয়ের ভিত গড়ে দেন বোলাররা। নতুন বলে আগুন ঝরান পেসার ঈশান সুদ। প্রথম পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই মাত্র ২৭ রানে ৩ উইকেট খুইয়ে ফেলে নেপাল। ১০ ওভারের স্পেলে রান মাত্র ১৮, শিকার তিন উইকেট। নিজের স্পেলে ২৬ বার ব্যাটারকে পরাস্ত করেন ঈশান। নিখুঁত লেন্থে পর্যুদস্ত নেপালের টপ-অর্ডার। মধ্যে কিছুটা প্রতিরোধ। পঞ্চম উইকেটে ৪৩ রান যোগ করেন দর্শ সোনার (৪৩) ও আশিস লোহার (২৯)। স্পিনার যশবীর গৌড় (২ উইকেট) সেই জুটি ভাঙতেই ফের তাসের ঘরের মতো পতন! চাপ বাড়িয়ে দ্রুত ৩ উইকেট তুলে নেন অর্জুন রাজপুত। একটি করে উইকেট পেসার মনল চৌহান ও কাব্য পটেলের। ৪২.৩ ওভারে মাত্র ১২৮ রানেই শেষ নেপালের ইনিংস। রাহুল দ্রাবিড়-পুত্র অন্বয় থেকে শেহওয়াগ-তনয় আর্যবীর-প্রাক্তন তারকাদের সন্তানদের নিয়ে গড়া দল যে কতটা নিখুঁত, তা প্রথম ম্যাচে স্পষ্ট। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণের আগে এই বিরাট জয় ভারতকে নিঃসন্দেহে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। সেমিফাইনাল ১২ নভেম্বর ও ফাইনাল ১৫ নভেম্বর। ২০২৫-র অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে পাকিস্তান দল ভারতকে বিরাট ব্যবধানে হারায়। সেই দলে ছিল বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ মাত্রেরা।

জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন রোহিত-বিরাটরা?

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ৬ নভেম্বরঃ দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে আশার আলো। সব কিছু ঠিকঠাক চললে আগামী জানুয়ারিতেই বাংলাদেশ সফরে যেতে পারে টিম ইন্ডিয়া। দু'বার পিছিয়ে যাওয়া ছয় ম্যাচের সাদা বলের সিরিজ আয়োজন নিয়ে দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে আলোচনা ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই এই সিরিজ আয়োজনের সম্ভাবনা। যদিও বিসিসিআই বা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এখনও চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়নি। প্রস্তাবিত সূচি অনুযায়ী, তিনটি এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের পাশাপাশি তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। তবে সিরিজের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা নিয়ে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। কারণ, ৩ থেকে ৯ জানুয়ারি জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের তিনটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলার কথা। আবার ২১ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। ফলে এই দুই সিরিজের মাঝেই বাংলাদেশ সফরের জন্য সময় বার করা কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। তবে শেষ পর্যন্ত সফর হবে কি না, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে ভারত সরকারের অনুমতির উপর। জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ সফর চূড়ান্ত করার আগে প্রয়োজনীয় সরকারি ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে বিসিসিআই।

শ্রেয়সের নেতৃত্বে মুগ্ধ!

'চলতি ওয়ানডে সিরিজই বিশ্বকাপের চূড়ান্ত মহড়া'

সংবাদ সংস্থা, ওয়েলিংটন, ৬ নভেম্বরঃ টি-২০ সিরিজে ৩-২ ব্যবধানে জয়। এরপর অকল্যান্ডে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ওয়ানডে-তেও দাপুটে জয়। ডিএলএস নিয়মে ১৪৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা সহজেই পেরিয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। এমন অভাবনীয় সাফল্যের পর শ্রেয়স আইয়ারের টি-২০ নেতৃত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শুভমান গিল। একইসঙ্গে তাঁর দাবি, আগামী বছর বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে এই ওয়ানডে সিরিজ দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সাধারণত ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডে খেলতে যায় ভারত। কিন্তু এবার খেলা নভেম্বরের শুরুতে। গিলের মতে, বিশ্বকাপের সূচিও নির্ধারিত থাকে অক্টোবর-নভেম্বরে। তাই এখনকার পরিবেশ ও আবহাওয়া বিশ্বকাপের মতোই হবে। বিসিসিআই-এর ভিডিও বার্তায় গিল জানান, ''বিশ্বকাপের আগে এখানকার পরিবেশ আমাদের জন্য ভীষণ ভাল একটা অভিজ্ঞতা হতে চলেছে।'' ওয়েলিংটনে শনিবার সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। সেখানেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে পেস আক্রমণ নিয়ে চূড়ান্ত আশাবাদী অধিনায়ক। অংশুল, আকিব, গুরনুর এবং অর্শদীপের মতো তরুণ পেসারদের দক্ষতা নিউজিল্যান্ডের বাউন্সি উইকেটের জন্য একদম আদর্শ বলে মনে করছেন তিনি। গিলের কথায়, ''উইকেটে যে সিম ও বাউন্স রয়েছে, তাতে আমাদের পেসারদের স্কিল সেটের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হবে।'' কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে শ্রেয়সের অধিনায়কত্ব নিয়ে গিল যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত। তাঁর কথায়, ''টি-২০ সিরিজে শ্রেয়স দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম দুই ম্যাচ জেতা মোটেও সহজ নয়। বিশেষ করে প্রথম দুই ম্যাচে আমরা যে কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে অভাবনীয় কামব্যাক। ওই ম্যাচগুলোই দলের ছন্দ পুরো বদলে দিয়েছে।'' লাল বলের ক্রিকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগেই নিউজিল্যান্ডে পৌঁছে যান গিল। এর আগে সেখানে কখনও টেস্ট খেলেননি, শুধু 'এ' দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই লাল বল সেখানে কীরকম আচরণ করে, তা বুঝতেই অতিরিক্ত কয়েকটি সেশন কড়া অনুশীলন সেরে নেন। গিলের লক্ষ্য এখন একটাই, ফর্ম ধরে রেখে ওয়েলিংটনেও কিউয়িদের হারানো।



আইপিএল রিটেনশনে ৪০ কোটির হাঁক একাধিক তারকার!

কোকেন নিয়ে নির্বাসিত প্রাক্তন নাইট ক্রিস লিন

নিজস্ব প্রতিবেদন

আকাশছোঁয়া দর! আইপিএল ২০২৭-এর মিনি নিলামের আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর চক্ষু চড়কগাছ। নিলামের আগে দলে টিকে থাকতে



চোখধাঁধানো ৪০ কোটি টাকা রিটেনশন ফি হাঁকালেন একাধিক শীর্ষ তারকা। অন্যদিকে, কোকেন নেওয়ার অপরাধে এক মাসের জন্য নির্বাসিত হলেন প্রাক্তন কেকেআর তারকা ক্রিস লিন। আগামী বছর মহানিলাম। তার আগে এবারের মিনি নিলামে দলগুলোর হাতে খুব বেশি স্লট নেই। আর সেই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চাইছেন প্রথম সারির তারকারা। ক্রিকবাজের রিপোর্ট বলছে, বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেটার নিজেদের ফ্র্যাঞ্চাইজিকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দলে থাকতে হলে তাঁদের ৪০ কোটি টাকা দিতে হবে। নিলামে গেলে তাঁরা এমনিতেই বড় দর পাবেন, এই আত্মবিশ্বাস থেকেই বিরাট হাঁক। প্রসঙ্গত, আইপিএলের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ দর ২৫ কোটি টাকা। ২০২৫ সালের নিলামে ওই বিপুল অর্থে ঋষভ পন্থকে কিনেছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। বর্তমানে দলগুলোর মোট পার্স ১২০ কোটি টাকা, যা আগামী বছর বেড়ে ১৫০ কোটি হতে পারে। ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত দলগুলোকে রিটেনশন তালিকা চূড়ান্ত করার সময় দেওয়া হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর গোয়ায় বসবে মিনি নিলামের আসর। তার আগে লখনউ থেকে দিল্লি ক্যাপিটালসে ফিরেছেন ঋষভ পন্থ। তাঁর বদলে লখনউয়ে গেছেন স্পিনার কুলদীপ যাদব। আবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদে পা বাড়িয়েছেন দিল্লির পেসার টি নটরাজন। মাঠের বাইরের খবরে শিরোনামে প্রাক্তন অজি তারকা ক্রিস লিন। ৩৬ বছর বয়সি এই ব্যাটারের ডোপ টেস্টে কোকেনের মেটাবোলাইট বেঞ্জয়লেকগোনিন ধরা পড়ে। গত ১৮ জুলাই ইংল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি ব্লাস্ট ফাইনালের দিন নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে খেলার সময় এই পরীক্ষা চলে। দোষ স্বীকার করে রিহ্যাব প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ায় লিনের তিন মাসের শাস্তি কমিয়ে এক মাস করা হয়। ইতিমধ্যে সেই শাস্তির মেয়াদ শেষ। আইপিএলে কেকেআর, ডেকান চার্জার্স ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। আগামী মাসে বিগ ব্যাশ লিগে মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে মাঠে ফেরার কথা।

আসল খেলা 'মাসল মেমরি' আর আগাম অনুমানে!

বিরাট-রোহিতের ফিল্ডিংয়ের অঙ্ক বোঝালেন কোচ

সংবাদ সংস্থা, ওয়েলিংটন, ৬ নভেম্বরঃ টি-২০ সিরিজ ৩-২ ব্যবধানে জয়। এরপর অকল্যান্ডে প্রথম ওয়ানডে-তেও দাপুটে সাফল্য। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচ। তার আগে প্রথম ম্যাচে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির দুরন্ত ফিল্ডিংয়ের নেপথ্য রহস্য ফাঁস করলেন ফিল্ডিং কোচ শুভদীপ ঘোষ। গত আগস্টেই দীর্ঘদিনের কোচ টি দিলীপের জায়গায় দায়িত্ব নেন তিনি। শুভদীপের সোজাসাপ্টা জবাব, 'মাসল মেমরি'। বছরের পর বছর একই পজিশনে ফিল্ডিংয়ের সুফল। তাঁর কথায়, ''ফিল্ডিংয়ে সবচেয়ে জরুরি বলের গতিবিধি আগে থেকে বুঝতে পারা। বিরাট কভার ও পয়েন্টে অগুনতিবার ফিল্ডিং করেছে। ও বলের ট্র্যাজেক্টরি, গতিপথ, ইমপ্যাক্ট-সব বোঝে। অন্যদের চাইতে অনেক আগে পরিস্থিতি পড়ে নিতে পারে। রোহিতের রান-আউটটার ক্ষেত্রেও সেই অ্যান্টিসিপেশন কাজ করেছে।



অভিজ্ঞতা আর জন্মগত প্রতিভা মিলেই এই ম্যাজিক।'' নিউজিল্যান্ডের মাঠগুলোর বাউন্ডারি ছোট। ফলে ফিল্ডারদের রিঅ্যাকশন টাইম অত্যন্ত কম। ''ছোট মাঠে আউটফিল্ডার বলে কিছু হয় না, সবাই ইনফিল্ডার। বাউন্ডারি কাছে থাকায় রিঅ্যাকশন টাইম কম। বলের জাজমেন্ট ও শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ,'' বলছেন শুভদীপ। রিঅ্যাকশন টাইম বাড়াতে হালকা বল দিয়ে প্র্যাকটিস করছে গোটা দল। কারণ হালকা বল দ্রুত শরীর থেকে দূরে সরে যায়, যা ধরতে গেলে বেশি স্থিতিশীলতা দরকার। কোচের দাবি, পুরোটাই মানসিক। চ্যালেঞ্জিং হলেও ক্রিকেটাররা জানেন কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। শনিবারের দ্বিতীয় ম্যাচে মহম্মদ সিরাজ প্রথম একাদশে থাকবেন কিনা, তা অবশ্য খোলসা করেননি শুভদীপ। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট।

'এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়!'

সতীর্থদের কাঁধে শেষযাত্রা মিগুয়েলের, অকালপ্রয়াত তারকাকে চোখের জলে বিদায়

সংবাদ সংস্থা, তোলোডো, ৬ নভেম্বরঃ মাঠের মধ্যেই বিপক্ষ গোলরক্ষকের সঙ্গে জোরালো ধাক্কা। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। আর তারপরই মাত্র ৩০ বছর বয়সে চিরঘুমে স্প্যানিশ ফুটবলার হেসুস দে মিগুয়েল। বৃহস্পতিবার স্পেনের তোলোডোর নাভাহেরমোসায় নিজের দেশের বাড়িতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। মর্মান্তিক এই ঘটনার জেরে শোকের ছায়া বিশ্ব ফুটবলে। এদিন মিগুয়েলের কফিন কাঁধে তুলে নেন তাঁর বর্তমান ক্লাব সিডি টেনেরিফের সতীর্থরা। শেষযাত্রায় হাজির ছিলেন স্পেনের বর্তমান কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে, রিয়াল মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ, আতলেতিকো মাদ্রিদের সিইও মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল গিল ম্যারিন থেকে শুরু করে রিয়াল ও স্পেনের প্রাক্তন কোচ হোসে আন্তোনিও কামাচোর মতো বিশিষ্ট ফুটবল ব্যক্তিত্বরা। পরিবারের তরফে মিগুয়েলের এজেন্ট ম্যানুয়েল হার্নান্দেজ জানান, ''এই শূন্যস্থান কখনও পূরণ হওয়ার নয়। এত মানুষের ভালবাসা, এত আবেগ দেখে আমরা আপ্লুত। মিগুয়েল চলে গেলেও সবার জন্য একগুচ্ছ সুন্দর স্মৃতি রেখে গেল।'' গত সোমবার স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনে টেনেরিফে ও এফসি আনডোরার ম্যাচে ঘটে এই দুর্ঘটনা। লম্বা পাস ধরতে গিয়ে আনডোরার গোলরক্ষক হেসুস ওওনোর সঙ্গে মারাত্মক সংঘর্ষ হয় মিগুয়েলের। ওওনোর হাঁটু সজোরে আঘাত করে তাঁর বুকে। মাঠেই জ্ঞান হারান মিগুয়েল। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মঙ্গলবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর চরম অনুতপ্ত আনডোরার গোলরক্ষক ওওনো। এক বিবৃতিতে তিনি জানান, 'মিগুয়েলের মৃত্যুতে আমি চরম মানসিক যন্ত্রণায় রয়েছি। জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।' স্পেনের ফুটবলারদের সংগঠন এএফই ইতিমধ্যে মিগুয়েলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চলতি সপ্তাহের সব ম্যাচ স্থগিতের দাবি জানিয়েছে। ফুটবলারদের সংগঠনের মতে, এহেন মর্মান্তিক ঘটনার পর কারোরই মাঠে নেমে স্বাভাবিক ফুটবল খেলার মতো মানসিক পরিস্থিতি নেই। ইতিমধ্যে গ্রানাডার বিরুদ্ধে টেনেরিফে এবং মায়োরকার বিরুদ্ধে আনডোরার ম্যাচ স্থগিত। বাতিল হয়েছে বেশ কিছু কাপের ম্যাচও। যদিও ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় স্প্যানিশ দলগুলোর খেলা রদ করা হয়নি। সেখানে প্রতিটি ম্যাচের আগেই মিগুয়েলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হচ্ছে।

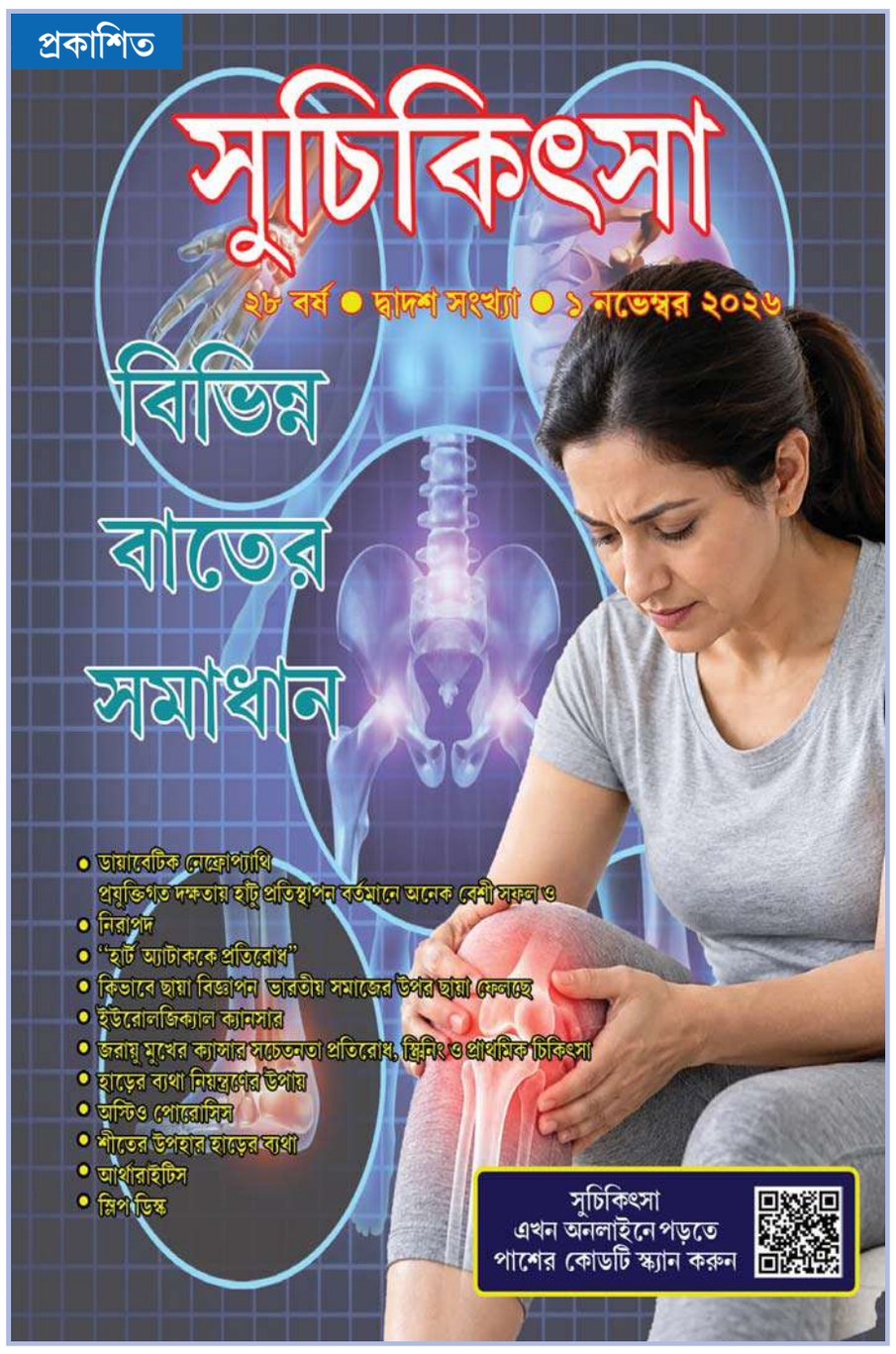


'সম্পূর্ণভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত'-রোনাল্ডোর অবসর নিয়ে পর্তুগাল কোচ জেসুস

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ৬ নভেম্বরঃ পর্তুগালের পরবর্তী স্কোয়াডে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো কি জায়গা পেতেন? সম্ভাবনা ছিল। কোচ জর্জ জেসুসই বলেছিলেন, রোনাল্ডোর জন্য জাতীয় দলের দরজা খোলা। তবে একটি বিষয় পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জেসুস। রোনাল্ডো পর্তুগালের একাদশে আর 'অটোমেটিক চয়েস' নন। ৪১ বছর বয়সী কিংবদন্তি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। রোনাল্ডো হয়তো ভেবেছেন, একাদশে জায়গা না পেলে খামোখা স্কোয়াডে থেকে বেঞ্চি গরম করে কী লাভ! সে জন্যই কি নেশনস লিগে ডেনমার্ক এবং ওয়েলস ম্যাচের জন্য জেসুস স্কোয়াড ঘোষণার একদিন আগেই জাতীয় দল থেকে অবসরের ঘোষণাটা দিয়েছেন রোনাল্ডো? উত্তরও শুধু রোনাল্ডোই জানেন। তবে বিশ্ব জানে, রোনাল্ডোর এই অবসরের সিদ্ধান্তের পেছনে পর্তুগাল কোচ জেসুসের সঙ্গে তাঁর বিরোধের ভূমিকা কম নয়। সেই জেসুসও চেয়েছিলেন রোনাল্ডো আর কিছুদিন থাকুক। নিজের পরিকল্পনায় রেখেছিলেন রোনাল্ডোকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটা তো খেলোয়াড়েরই। জেসুস তাই রোনাল্ডোর অবসরের সিদ্ধান্তটা মেনে নিয়েছেন। রোনাল্ডো গতকাল অবসরের সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেওয়ার পর পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনের (এফপিএফ) টিভি চ্যানেল 'ক্যানাল ১১'-কে এ নিয়ে জেসুস বলেন,



''এট সম্পূর্ণভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত। প্রথম দল ঘোষণার আগেই এ বিষয়ে আমাদের কথা বলার সুযোগ হয়েছে। আমি তাকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেছি। আমার সঙ্গে থেকে যাওয়ার অনুরোধ, কারণ তাকে আমার পাশে দরকার ছিল। কিন্তু তার সিদ্ধান্তটা আমাকে মেনে নিতে হবে।'' জেসুসের সঙ্গে বিরোধের জের ধরে গত সেপ্টেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে পর্তুগালের অনুশীলন ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান রোনাল্ডো। নরওয়ের বিপক্ষে নেশনস লিগ ম্যাচে একাদশে তো ছিলেনই না, বদলি হিসেবেও মাঠে নামার সুযোগ হয়নি। পাননি। ডেনমার্কের বিপক্ষে পরের ম্যাচেও একাদশে জায়গা পাবেন না জানার পর কোপেনহেগেনে দলের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান রোনাল্ডো। পর্তুগাল কোচ জেসুসের বিরুদ্ধে তখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছিলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এ ফুটবলার। রোনাল্ডো পরবর্তী সময়ে এ ঘটনায় নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চান। নিজের শাস্তিও দাবি করেন এবং তারপর এফপিএফ তাঁকে সাময়িক নিষিদ্ধ করে। এই সাজার মেয়াদ পূরণ করেই নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে নেশনস লিগে রোনাল্ডোকে আবারও পর্তুগাল স্কোয়াডে দেখার অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর ভক্তরা। কিন্তু তার আগেই অবসরের ঘোষণা দিয়ে ভক্তদের অপেক্ষা ও জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটালেন রোনাল্ডো। জেসুস কিন্তু রোনাল্ডোকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, ''সে এই বিশ্ব, পর্তুগাল ও জাতীয় দলের জন্য উদাহরণ। এমন একজন খেলোয়াড়, যে দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলকে অনেক কিছু দিয়েছে। সে পর্তুগিজ তরুণদের প্রতীক। তার বেশির ভাগ ভক্তই তরুণ। আল নাসরে তার সঙ্গে এক বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। সে সব সময় আমাদের জাতীয় দল, আমাদের মানুষ এবং আমাদের ইতিহাসের জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'' পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন সদর দপ্তরে রোনাল্ডোকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত জানান জেসুস, ''আমাদের অডিটোরিয়ামে তাঁর একটি বড় ছবি রয়েছে, যাতে সেখানে প্রতিদিন আসা সব তরুণ এবং আমাদের সহকর্মীরা তাঁর ছবি দেখতে পান।'' রোনাল্ডোর প্রশংসায় জেসুস ইতি টানলেন এভাবে, ''সে সব সময় পর্তুগালের মানুষের হৃদয়ে ও জাতীয় দলে থাকবে। এর বাইরে অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই, কারণ সে পর্তুগিজ ফুটবলের জন্য সব সময় অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।''



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com